আপনার শিক্ষামূলক গল্প, কবিতা ও রেসিপি পাঠানোর শেষ তারিখ প্রতি সপ্তাহের
বৃহস্পতিবার

bangla express™
বাংলা এক্সপ্রেস
দেশে ও প্রবাসে বাংলার মুখপত্র

আপনার ব্যবসার প্রসারে বাংলা এক্সপ্রেস একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন।
E-mail: benews247@gmail.com

রেজিষ্টার্ডঃ ঢা.প্র.জেঃ ৬০৫১ | ১২ বর্ষ | সংখ্যা - ২০ | সোমবার | ৭ জুন ২০২১ | ২৪ জৈষ্ঠ ১৪২৮ | মূল্যঃ ৮ টাকা

স্বপ্ন পূরণের বাজেট ২০২১-২০২২

জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটকে **মানুষের জন্য বাজেট** এবং **স্বপ্ন পূরণের বাজেট** হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন অর্থমন্ত্রী আ. হ. ম. মুস্তফা কামাল। এবারের প্রস্তাবিত বাজেটের আকার ছয় লাখ তিন হাজার ৬৮১ কোটি টাকা। বিগত অর্থবছরের তুলনায় যা ৩৫ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা বেশি।

বৃহস্পতিবার (৩ জুন) নতুন অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে ঘাটতি রয়েছে ২ লাখ ১৪ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা। ঘাটতি মোকাবিলায় বৈদেশিক অর্থায়ন থেকে ঋণ নেওয়া হবে ১ লাখ ১ হাজার ২২৮ কোটি টাকা। অভ্যন্তরীণ খাত থেকে ঋণ নেওয়া হবে ১ লাখ ১৩ হাজার ৪৫৩ কোটি টাকা।

অভ্যরীণ উৎসের মধ্যে ব্যাংকিং খাত থেকে নেওয়া হবে ৭৬ হাজার ৪৫২ কোটি টাকা এবং সঞ্চয়পত্র ও ব্যাংক বহির্ভূত খাত থেকে ৩৭ হাজার ১ কোটি টাকা যোগাড় করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। বাজেট ঘাটতির এই হার জিডিপির ৬ দশমিক ২ শতাংশ।

এদিকে আগামী ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে মোট দেশের উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ২০ শতাংশ ধরা বাস্তবায়িত হয়নি বলে অভিমত দিয়েছে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)। করোনাভাইরাস মোকাবিলা এবং মহামারি থেকে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের জন্য যে বাজেট প্রয়োজন ছিল, তাও বাজেটে নেই বলে মনে করছে সিপিডি।

প্রস্তাবিত বাজেট পর্যালোচনায় দেখা গেছে, আগামী বছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে বিদ্যুৎ-জ্বালানি খাতে বরাদ্দের পরিমাণ বেড়েছে ৭২৬ কোটি টাকা। নতুন অর্থবছরের জন্য এ খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২৭ হাজার ৪৮৪ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ২৬ হাজার ৭৫৮ কোটি টাকা।

প্রস্তাবিত বাজেটে মূল্যস্ফীতি ধরা হয়েছে ৫ দশমিক ৩ শতাংশ। অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ৭ দশমিক ২ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেটে মোট জিডিপির আকার ধরা হয়েছে ৩৪ লাখ ৭৩ হাজার ৯১১ কোটি টাকা।

অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব আদায়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সকল প্রকার বিলাসী পণ্য বিশেষ করে আমদানি করা বিদেশি পণ্যের ওপর ট্যাক্স ধার্য করেছেন। বাড়ির নকশা অনুমোদন করতে কর শনাক্ত করণ নম্বর (টিআইএন) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে প্রস্তাবিত বাজেটে। এর ফলে শহরে বা গ্রামে যেকোনও জায়গায় বাড়ি করতে হলে টিআইএন নিতে হবে। এতে বাড়ির মালিক করের আওতায় আসবেন।
(বিস্তারিতঃ পৃষ্ঠা ২)

বাজেটকে স্বাগত জানিয়ে আওয়ামী লীগের আনন্দ মিছিল

প্রস্তাবিত বাজেটে জীবন-জীবিকাকে প্রাধান্য দেওয়ায় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়ে রাজধানীতে আনন্দ মিছিল করেছে আওয়ামী লীগের সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

বৃহস্পতিবার ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট পেশ করার পরেই রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কার্যালয়ের সামনে বাজেটকে স্বাগত জানিয়ে আনন্দ মিছিল ও সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ। তারা এই বাজেটকে গনমুখী আখ্যায়িত করেছেন।
(বিস্তারিতঃ পৃষ্ঠা ২)

জননিরাপত্তা ও সুরক্ষা সেবায় মোট বরাদ্দ ৬১ হাজার কোটি টাকা

প্রস্তাবিত বাজেটে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২৩ হাজার ৮২ কোটি ৭৩ লাখ ২৪ হাজার টাকা। বৃহস্পতিবার (৩ জুন) জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের উত্থাপিত বাজেট প্রস্তাবে একই মন্ত্রণালয়ের অধীন সুরক্ষা সেবা বিভাগের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩৮ হাজার ৮ কোটি ১১ লাখ ৮৬ হাজার টাকা।

জননিরাপত্তা বিভাগের বরাদ্দ ও কার্যক্রম সন্ত্রাস দমন, গোয়েন্দা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কাজ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই বিভাগটি। এ ছাড়া আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নও করে থাকে। জাতীয় বাজেটের এই বরাদ্দকৃত অর্থ সীমান্তরক্ষা ও চোরাচালান প্রতিরোধ, সন্ত্রাস ও উগ্রবাদ দমনে আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের সঙ্গে সম্মিলিত কার্যক্রম গ্রহণ, যুদ্ধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার ভিকটিম ও সাক্ষীদের নিরাপত্তা বিধান এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করে বিচারিক তদন্ত সম্পাদন এবং আইনানুগ প্রসিকিউশন দাখিল ও আদালতের আদেশ বাস্তবায়নের কাজে ব্যয় করা হবে।

আমিরাতে ভিজিট ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর পরেও ব্ল্যাক লিস্ট, জরিমানা!

আব্দুলাহ আল শাহীন, ইউএইঃ সিলেটের মোহাম্মদ আবুল কালাম গত ৩ মাস পূর্বে আমিরাতে এসেছেন। প্রথমে এক মাসের ভিজিট ভিসা নিয়ে আমিরাতে প্রবেশ করেন। ভ্রমণ ভিসায় আসলেও উদ্দেশ্য হচ্ছে, কাজের সন্ধান করে ভিসা লাগানো। আবুল কালাম প্রথম এক মাসে কাজের কোন সন্ধান করতে না পেরে ভিজিট ভিসার মেয়াদ তিন মাস বাড়ান।

সেই তিন মাসেও কাজের সন্ধান করতে না পেরে আবারও যখন মেয়াদ বাড়াতে যান তখন বিপত্তি ঘটে। ট্রাভেল কর্তৃপক্ষ জানায়, ইতোমধ্যে তিনি আমিরাতের ব্যাক লিস্টে আছেন পাশাপাশি তাঁর নামে ৬ হাজার দিরহাম জরিমানা রয়েছে।

এটা কিভাবে সম্ভব? যেখানে আবুল কালাম বৈধ ভাবে আমিরাতে প্রবেশ করলেন এবং বৈধ ভিসার মেয়াদ আবার বাড়ালেন তাহলে ব্যাক লিস্ট কেন হলেন? জরিমানাই-বা আসলো কেন? *(বিস্তারিতঃ পৃষ্ঠা ৫)*

সৌদি আরব এখন শুধু তেল রফতানি নির্ভর নয়ঃ আব্দুল আজিজ

সৌদি আরব এখন শুধু তেল রফতানিকারক কোনো দেশ নয়, এখন দেশটি বিভিন্ন প্রকারের জ্বালানিও উৎপাদন করছে বলে জানিয়েছেন সৌদি আরবের জ্বালানিমন্ত্রী যুবরাজ আব্দুল-আজিজ বিন সালমান। তেল রফতানিকারকদের সংগঠন ওপেক পাসের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের পর তিনি সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। ওপেক পাসের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে জুলাই মাসে কী পরিমাণ তেল উৎপাদন করা হবে। বৃহস্পতিবার আল-আরাবিয়া নিউজ এ তথ্য জানিয়েছে।
(বিস্তারিতঃ পৃষ্ঠা ৫)

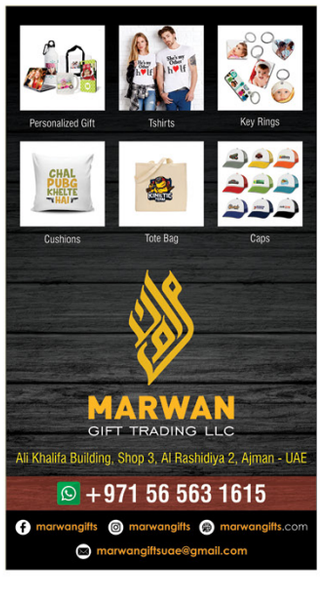

সম্পাদকীয়

জাতীয় বাজেট ও জনতার চোখ

স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বিধ্বস্ত দেশের প্রথম বাজেট ছিল (১৯৭২-৭৩) মাত্র ৭৮৬ কোটি টাকা। ১০ বছর পরে ১৯৮২-৮৩ সালে হয়েছিল ৪,৭৩৮ কোটি টাকা। ১৯৯২-৯৩ সালে তা বেড়েছিল ১৭,৬০৭ কোটি টাকায়।

এই ২০ বছরে বেড়েছিল প্রথমের আড়াই গুন। এরপর ১৯৯৩-৯৪ সালের থেকে শুরু করে ২০২০ পর্যন্ত ১৮ বছরে তা প্রায় ৩,৯০২ গুন বেড়ে দাঁড়িয়েছে এবারের জাতীয় বাজেট ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা। যা ইতিমধ্যেই মন্ত্রীসভা অনুমোদন দিয়েছে। দেখানো হয়েছে ২ লক্ষ ১৪ হাজার টাকার ঘাটতির পাশাপাশি ৭৬ লক্ষ ৪৫২ কোটি টাকার ঋণের খাতাও।

১৯৭০ সালে স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে বাংলাদেশের জিডিপি ছিল মাত্র ৯৪.৩৮ মার্কিন ডলার। আর এখন তা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,২২৭ ডলার। গত ৩ বছরের বাজেটের দিকে তাকালে আনুপাতিক হারে তা খুব একটা ব্যতিক্রম দেখা যায় না। ২০১৮-২০১৯-এ ৪ লাখ ৬৩ হাজার ৫৭৩ কোটি, ২০১৯-২০২০-এ ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি এবং ২০২০-২০২১ সালের বাজেট ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকা।

যেখানে ১৯৭২ সালে ৬,২৮৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, বর্তমানে তা বেড়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪১ দশমিক ০৩ বিলিয়ন ডলারে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী আ.হ.ম. মুস্তফা কামাল আগামী ১৪ মাসের ব্যবধানে তা ৫০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হবে বলে এবারের বাজেটে আশা ব্যক্ত করলেন।

বাড়ছে জনসংখ্যা, বাড়ছে বাজেট। বাড়ছে দ্রব্য মূল্য; তথা বাড়ছে জনগণের চাহিদা। জন জীবনের উচ্চাভিলাষী খাদ্য, আবাসন আর উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর জীবনযাত্রায় ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতেই এই মেগা বাজেট। গ্রাম-গঞ্জে থেকেও শহুরে সুযোগ-সুবিধা দিতে সরকার অহর্নিশি কাজ করে যাচ্ছে।

এবারের বাজেটে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারিক দ্রব্য যেমন মোবাইল ফোন, মাদক, স্যানিটারীওয়্যার, বিদেশী ভোজ্য পণ্যের উপর কর বাড়িয়ে এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন গাড়ী, ঔষধ কৃষি যন্ত্রপাতির মূল্য কমানোর যে প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে তাতে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না।

সাধারণ জনগন এতো কিছু চায় না। তাদের দাবী থাকে সারাদিন কাজের শেষে এক থালা মাছ-ভাত খেতে যা যা লাগে তার মূল্য যেন সরকার কমিয়ে রাখেন। স্বাধীন দেশে যেন মানুষ স্বাধীনভাবে নিরাপদে ঘুমিয়ে রাত কাটাতে পারে, ঘুষ আর দুর্নীতির বেড়াজালে আটকে পড়ে যেন অযথা লাল দালানের ভাত খেতে না হয়, ডিজিটাল দেশে বসবাস করে সবকিছু অনলাইনে পুরণ করেও যেন দায়িত্বশীল স্যার এর পকেটে দায়িত্বহীনতার সাথে নোট দিতে না হয়, তাহলে যে কোন বাজেটই এ দেশের মানুষের নিকট কবুল আর মঞ্জুর থাকবে।

সেরাজেম
থারমাল থেরাপী সেন্টার
(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদিত)
দক্ষিণ কোরিয়ার এক আধুনিক সাড়া জাগানো বৈপ্লবিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতি "সেরাজেম" থার্মাল আকুপ্রেসার মেশিন, যা এখন বিশ্বের ৮০ টিরও বেশী দেশে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ব্যবহারের মাধ্যমে মানব দেহের অনেক রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

ডাক্তার সুলতানা
(ডি.এইচ.এম.এস. ঢাকা)
দক্ষিণ কোরিয়ার সেরাজেম থারমাল থেরাপী সিস্টেমে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত
সময়ঃ (মহিলাদের জন্য) সকাল ৯টা হতে বিকাল ৩টা
(পুরুষদের জন্য) দুপুর ৩টা হতে বিকাল ৫টা
নাজমা মেডিকেয়ার
আর.এম.সেন্টার, কলেজ রোড, আলফাডাঙ্গা
মোবাইলঃ ০১৭৫৮-৬৮৯৫১৫ । ০১৬৩৮-৭২৮৪৫৬

স্বপ্ন পূরণের বাজেট

প্রথম পৃষ্ঠার পরে... এ ছাড়া যে কোনও সমবায় সমিতির নিবন্ধনের ক্ষেত্রেও টিআইএন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর আগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ বহাল রাখার কথা বলা হলেও অর্থমন্ত্রী তার প্রস্তাবিত বাজেটে সুনির্দিষ্ট করে এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেনি।

করোনার নেতিবাচক প্রভাবে সাধারণ অনেক মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে। এ কারণে প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বলয়ের পরিধি বাড়িয়ে বরাদ্দ ও উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়িয়েছে সরকার। বয়স্ক ভাতার সুবিধাভোগীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে ৮ লাখ।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানি প্রস্তাব করা হয়েছে ২০ হাজার টাকা। আগে যা ছিল ১২ হাজার টাকা। ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহ নির্মূলের পরিকল্পনাও রয়েছে বাজেটে।

অপ্রত্যাশিত করোনা নির্মূলের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনাখাতে ৩২ হাজার ২৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর বাইরে করোনা মোকাবিলায় এবারও থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১০ হাজার কোটি টাকা।

স্বাস্থ্যখাতের অর্জনগুলোকে টেকসই করা ও ভবিষ্যতে মহামারি হতে রক্ষা পেতে মানসম্পন্ন গবেষণাভিত্তিক স্বাস্থ্যশিক্ষার সম্প্রসারণে আগামী অর্থবছরেও ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

প্রস্তাবিত ২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যক্তি শ্রেণির করদাতার জন্য বিদ্যমান করহার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ফলে ব্যক্তির করমুক্ত আয়সীমা এ বছরও ৩ লাখ টাকা থাকছে। এবার রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩ লাখ ৮৯ হাজার কোটি টাকা, যা চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরের তুলনায় ১১ হাজার কোটি টাকা বেশি। মোট আয়ের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) ৩ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর থেকে আসবে ১৬ হাজার কোটি টাকা।

বৈদেশিক অনুদান ধরা হয়েছে ৩ হাজার ৪৯০ কোটি টাকা। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) ধরা হয়েছে ২ লাখ ২৫ হাজার ৩২৪ কোটি টাকা।

বিভিন্ন মহল থেকে তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে সকল প্রকার গুল, জর্দা, বিড়ি, সিগারেটের উপর ট্যাক্স ধার্য করার অনুরোধ থাকলেও বিড়ি জর্দা, গুল ও নিম্নমানের সিগারেটের ওপর কোনও ট্যাক্স ধার্য করা হয়নি। উচ্চমানের সিগারেটে যে হারে ট্যাক্স ধার্য করা হয়েছে তাতে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করা সম্ভব নয় বলে মনে করেন তামাকবিরোধী সংগঠনের কর্মকর্তারা।

অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাবিত বাজেটে লৌহজাত পণ্য প্রস্তুতে ব্যবহার্য কতিপয় কাঁচামাল, স্ক্যাপ ভেসেল এবং পিভি-সি, পিইটি রেইজিন উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ইথানেল গাইকল সহ বিভিন্ন পণ্যে আগাম কর অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। শুল্ক-কর কমানোর ফলে রড সিমেন্টসহ বেশ কিছু নির্মাণ সামগ্রীর দাম কমছে।

প্রস্তাবিত ২০২১-২২ অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের জন্য ৩৬ হাজার ৪৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। নতুন বাজেটে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগের জন্য ৯ হাজার ১৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

নতুন ২০১-২০২২ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ জানিয়েছেন, বাজেট উপস্থাপনই বড় কথা নয়। বাজেট বাস্তবায়নই বড় কথা।

বাজেট বাস্তবায়নের সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। দক্ষতা বাড়াতে হবে।

বাজেটকে স্বাগত জানিয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পরে... এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহা নগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি নুরুল আমিন রুহুল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোর্দেশ কামাল, মহিউদ্দিন মহি,সাংগঠনিক সম্পাদক আক্তার হোসেন, গোলাম আশারাফ তালুকদার, মিরাজ হোসেন প্রমুখ।

এরপরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানিয়ে যুব লীগের সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন খান নিখিলের নেতৃত্বে আনন্দ মিছিল ও সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে যুবলীগের নেতাকর্মীরা।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্য যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন খান নিখিল বলেন, বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসি-না দেশের মানুষের জন্য জনমুখী বাজেট করেছেন। এই বাজেটের মাধ্যমে দেশ আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে। যদি কোনও অপশক্তি দেশের বিরুদ্ধে, জনগণের বিরুদ্ধে বাজেটের বিরুদ্ধে,অপপ্রচার করে তাদেরকে দাঁত ভাঙা জবাব দেয়া হবে। এই বাজেট নিয়ে বি.এন.পি জামায়াত নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে।

যারা ষড়যন্ত্র করবে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে তাদেরকে দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে যুবলীগ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য অ্যাড. মামুনুর রশীদ, হাবিবুর রহমান পবন, মোয়াজ্জেম হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুর রহমান সোহাগ, দপ্তর সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক জয়দেব নন্দী প্রমুখ।

স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক আফজালুর রহ-মান বাবুর নেতৃত্বে আনন্দ মিছিল ও সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক আফজালুর রহমান বাবু বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার জনবান্ধন সরকার। জীবন-জীবিকায় প্রাধান্য দিয়ে সুদৃঢ় আগামীর পথে বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে দেশের বাজেট পেশ করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার দেশে ও মানুষের জীবন মান উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছেন। এই বাজেটকে স্বাগত জানাই।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি ম রাজ্জাক, আব্দুল আলিম বেপারী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোবাশ্বের চৌধুরী, গ্রন্থনা ও প্রকাশ-না সম্পাদক কে এম মনোয়ারুল ইসলাম বিপুল, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি কামরুল হাসান রিপন, সাধারণ সম্পাদক তারিক সাইদ প্রমুখ।

প্রস্তাবিত বাজেট কৃষকের, এই বাজেট জনতার এ স্লোগানে বাজেটকে স্বাগত জানায় কৃষক লীগ।

আনন্দ মিছিল শেষ কৃষক লীগের সভাপতি কৃষিবিদ সমীর চন্দ বলেন, কৃষকবান্ধব গণমুখী বাজেট পেশ করার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষকরত্ন শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। করোনাকালীন প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে ৯,৫০০ কোটি টাকা প্রনোদনা দিয়েছেন, যা ইতিপূর্বে কোনো সরকার দেয়নি।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কৃষক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ সরকার বিটু, সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুজ্জামান বিপব প্রমুখ।

এ ছাড়া জনমুখী বাজেটকে স্বাগত জানিয়ে আনন্দ মিছিল ও সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগের নেতাকর্মীরা।

জননিরাপত্তা ও সুরক্ষা

প্রথম পৃষ্ঠার পরে... ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে (পরিচালন ও উন্নয়ন) জননিরাপত্তা বিভাগের যেসব উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি, প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে সেগুলো হচ্ছে- ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অপারেশন সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। পুলিশ বিভাগের আধুনিকীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একমে সেন্টার ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্র সারণের কাজ করা হবে। পুলিশ বিভাগের ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় একটি ও দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ বিভাগের জন্য নয়টি আবাসিক টাওয়ার ভবন নির্মাণ করা হবে। জেলা ও ব্যাটালিয়ন সদরে আন-সার ও ভিডিপির ব্যারাকগুলোর ভৌত সুবিধাদি সম্প্র সারণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। এনহ্যান্সমেন্ট অব অপারেশনাল ক্যাপাবিলিটি অব বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড শীর্ষক প্রকল্প, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য বিভিন্ন প্রকার জলযান নির্মাণ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য লজিস্টিকস ও ফ্লিট মেইনটেন্যান্স ফ্যাসিলিটিস গড়ে তোলা, চাইল্ড প্রোটেকশন অ্যান্ড মনিটরিং প্রকল্প, বরিশাল মেট্রোপলিটন ও খুলনা জেলা পুলিশ লাইন্স নির্মাণ, সীমান্ত এলাকায় বিজিবি'র ৭৩টি কম্পোজিট, আধুনিক বর্ডার অবজারভেশন পোস্ট (বিওপি) নির্মাণ, বিজিবি সদস্য ও খেলোয়াড়দের জন্য একটি আধুনিক ইনডোর স্টেডিয়াম (মাল্টিজিমসহ) নির্মাণ এবং র্যা বের কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প।

সুরক্ষা সেবা বিভাগের বরাদ্দ ও কার্যক্রম

সুরক্ষা সেবা বিভাগ সাধারণত দ্বৈত নাগরিকত্ব, ওয়ার্ক পারমিট ভিসার শ্রেণি পরিবর্তন, অভিবাসী প্রত্যাবর্তন, ভিসা অন অ্যারাইভাল সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা, কারা বন্দিদের সুবিধা প্রদানের স্বার্থে কারা ব্যবস্থা আধু-নিকীকরণ, কারাগারগুলোকে সংশোধন কেন্দ্রে রূপান্তর-করণ, মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের অপব্যবহার রোধ-করণ, পাসপোর্ট, ভিসা ও নাগরিকত্ব প্রদান পদ্ধতির সহজিকরণ, ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন-সমূহের পাসপোর্ট ও ভিসা সেবা কার্যক্রম পরিচালনা এবং অগ্নিসহ অন্যান্য দুর্যোগ প্রতিরোধ ও প্রশমনে ব্যবস্থা গ্রহণ ও উদ্ধার কাজ পরিচালনা করে থাকে।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য যেসব কার্যাবলি, প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে সেগুলো হচ্ছে- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ডুবুরি ইউনিট সম্প্র সারণ প্রকল্প, কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প, ১১টি আধুনিক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন, খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ, রাজশাহীতে কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ প্রকল্প, ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ। এ ছাড়া বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ইতিহাস, ঐতিহা-সিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প, ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন, ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ এবং ৪টি বিভাগীয় শহরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হবে।

বেনাপোল বন্দরের কেমিক্যাল

শেষ পাতার পরে... দেশে শিল্প কারখানায় ব্যবহারের জন্য যেসব পণ্য ভারত থেকে আমদানি হয় তার ৭০ শতাংশ আসে বেনাপোল বন্দর দিয়ে। এসব আমদানি পণ্যের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের এসিড জাতীয় কেমিক্যাল ও পাউডার জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্য রয়েছে। কিছু কিছু কেমিক্যাল বা রাসায়নিক দ্রব্য এতো বিপদজনক যে ট্রাকে বা পণ্যগারে থাকা অবস্থায় নিজে থেকেই তেজ-স্ক্রিয় হয়ে আগুন ধরে যায়।

অগ্নিকান্ডের পর ওইসব বর্জ্য বন্দর কর্তৃপক্ষ নিরাপদ কোনো জায়গায় সরিয়ে না নেওয়ায় বছরের পর বছর বন্দরের জনবসতি এলাকার রাস্তাঘাট ও বন্দর অভ্যন্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে রেখেছে। এতে মারাত্নকভাবে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে।

বন্দরের পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় এসিড মিশ্রিত পানি লোকালয়ে প্রবেশ করছে। এতে ওইসব এলাকার পুকুরের মাছ চাষ, গাছপালা ও ঘরবাড়ি নষ্ট হচ্ছে। নানা রোগ ব্যাধিতে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন। প্রবেশ দ্বারে প্রাচীর দিয়ে আটক দেয়ায় অমানবিক জীবন যাপন করতে হচ্ছে স্থানীয়দের। অভিযোগ দিয়েও কোন প্রতিকার পাচ্ছেন না ভুক্তভোগীরা।

বন্দরে পরিবেশ দূষণের কারণে সারা বছরই শারীরিক-ভাবে অসুস্থ থাকছেন অনেক শ্রমিক বলে দাবি শ্রমিক নেতাদের।

ভারতীয় ট্রাক চালক দেবাশীষ রায় বলেন, বন্দরে জায়গা সংকট দেখা দেওয়ায় পণ্য খালাসের জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হয় এ পরিবেশেই। চারি-দিক থেকে দূর্গন্ধ বাতাস বের হয়। আমরা সকল সময় বন্দরের ভিতরে থাকি সেজন্য আমাদের রোগ ব্যাধি হতে পারে এই বর্জের জন্য।

বেনাপোল সিএন্ডএফ ব্যবসায়ী মো. আব্দুল লতিফ জানান, বছরের পর বছর ধরে বেনাপোল বন্দর এলাকা জুড়ে কেমিক্যাল বর্জ্য থাকায় ব্যাণিজ্যিক কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। যতদ্রুত সম্ভব পড়ে থাকা বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে আনুরোধ করছি।

বেনাপোল স্থলবন্দরের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মো. আব্দুল জলিল জানান, স্থলবন্দরের কোন পানিতে যেনো কারোর কোন সমস্যা না হয় সেজন্য আমি কাজ করছি। দ্রুত এসব বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থার গ্রহন করা হবে।

গত ৫ বছরে ছোট বড় ৬টি অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। এতে প্রায় দুই হাজার মেট্রিক টন কেমিক্যালসহ বি-ভিন্ন পণ্যের বর্জ্যস্তূপ আকারে জমা হয়েছে বেনাপোল স্থলবন্দরে।

bangla express™
বাংলা এক্সপ্রেস
প্রতি মূহুর্তের খবর
জানতে চোখ রাখুন
বাংলা এক্সপ্রেস
অনলাইনে।
banglaexpressonline.com
banglaexpress247.com

bangla express
বাংলা এক্সপ্রেস

সাতক্ষীরায় বিজিবির কঠোর অবস্থান, ৫৯০টি মোবাইল টহল

আবদুল্লাহ আল মামুন, সাতক্ষীরা প্রতিনিধিঃ করোনা ভাইরাসের ভারতীয় ভ্যারিয়েন্ট এর সংক্রমন অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে ভারতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের সীমান্ত দিয়ে অবৈধ গমনাগমনের মাধ্যমে উক্ত ভাইরাস বাংলা দেশেও ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সাতক্ষীরা জেলার সীমান্তবর্তী ভোমরা, গাজীপুর, কুশখালী, কালিয়ানী, মাদরা, কাকডাঙ্গা ও তলুইগাছা এলাকাকে স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করেছে বিজিবি। উক্ত এলাকা সমূহে অবৈধ গমানাগমন প্রতিরোধে বিজিবি বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ঐ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রথম দফায় গত ২৮ এপ্রিল হতে ৫ মে পর্যন্ত ৭ দিনের জন্য সীমান্তে অবৈধ গমনাগমন প্রতিরোধ সপ্তাহ পালন করা হয়। পরবর্তীতে ঐ কার্যক্রমের সময়সীমা বৃদ্ধি করে বর্তমানেও অব্যাহত রাখা হয়েছে।

ইতোমধ্যে ৩৩ বিজিবি সাতক্ষীরার সদস্যরা সীমান্তে ৫৯০টি মোবাইল টহল পরিচালনা করেছে এবং অবৈধভাবে যাতায়াতের অভিযোগে ৮ জনকে আটক করেছে। করোনার ভারতীয় ভ্যারিয়েন্ট নিয়ন্ত্রণে সীমান্তে বিজিবির এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।বিজিবি সাতক্ষীরা ৩৩ ব্যাটলিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ আল-মাহমুদ সাতক্ষীরা সীমান্ত এলাকায় পরিচালিত মোবাইল টহল কার্যক্রমের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বেনাপোলের বিভিন্ন হোটেলে থাকা যাত্রীরা মানছে না কোয়ারেন্টাইন

মো. রাসেল ইসলাম, যশোর জেলা প্রতিনিধিঃ করোনা সংক্রমন আতংকে রয়েছে বেনাপোল সীমান্তের মানুষ। মাস্ক পরিধান এবং অপ্রয়োজনে ঘরের বাইরে বের না হবার জন্য বেসরকারিভাবে মাইকিং করা হচ্ছে দিনরাত। তারপরও স্বাস্থ্যবিধি মানছে না লোকজন। আবার বেনাপোলের বিভিন্ন হোটেলে ভারত ফেরত যাত্রিরাও মানছে না কোয়ারেন্টাইন। হোটেলে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আনসারদের ম্যানেজ করে বাজারঘাটে ঘুরে বেড়া চ্ছেন। ফলে সাধারন মানুষের মধ্যে বিরাজ করছে আতংক। গত ১৫ দিনে বেনাপোল এবং আশপাশের এলাকায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা তিনগুন বেড়ে গেছে।

২ জুন পর্যন্ত শার্শা উপজেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৪শ ২৩ জন। এর মধ্য আইসোলেশনে আছেন ৬৯ জন। ভারত ফেরত যাত্রিদের নিয়ে সবচেয়ে বেনাপোল বন্দর এলাকা রয়েছে ঝুঁকির মধ্যে। সরকারিভাবে আক্রান্তের সংখ্যা ২২ জন বলা হলেও আক্রান্দ্ভের সংখ্যা দু'শত-ধিক। সবচেয়ে সংক্রমিত এলাকা চেকপোষ্ট ও ভারত সীমান্ত সংলগ্ন গ্রাম বড়আঁচড়া, গাজীপুর এবং দীঘিরপাড় এলাকা।

সংক্রমন ঠেকাতে সীমান্ত এলাকা সিলগালা করে দেয়া হয়েছে। অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে বিজিবি কঠোর নজরদারি চালাচ্ছে। গত ২০ জুন স্থানীয় একটি হোটেল থেকে বের হয়ে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসে আম বুকিং দিতে গেলে কুরিয়ারের ম্যানেজার পাসপোর্ট যাত্রিকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এদিকে গত ১জুন বেনাপোলের বিভিন্ন হোটেলে কোয়ারেন্টাইনে থাকা ৭ জন যাত্রী করোনা পজিটিভ সংক্রামনে আক্রান্ত হয়েছে। এ খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ায় সাধারন মানুষ আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েছে।

মিনিট্রাকটি (পিকআপ) বাগেরহাটের চিতলমারি থেকে মুন্সীগঞ্জের দিকে যাচ্ছিলো। দুটিগাড়ী নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাশিয়ানীর ধুষর এলাকায় মুখোমুখি সংর্ঘষ হলে দুটি যানবাহনই বিধ্বংস্ত এবং চুরমার হয়। ঘটনাস্থলেই ২ জনের লাশ উদ্ধার করা এবং ২জন গুরুতর আহত হয়। এরা হলো পিকআপের যাত্রী লিলি দেবনাথ (৩০) স্বামী সমর বিশ্বাস চরলাটিয়া, চিতলমারি বাগেরহাট এবং এনআরবিসি অফিসার কামরুল ইসলাম (৩৫)। তার বাড়ী লক্ষীপুর জেলা সদরে বলে কাশিয়ানী পুলিশ জানিয়েছে।

কাশিয়ানি থানার ওসি আজিজুর রহমান জানান আহত দুজনকে উদ্ধার করে কাশিয়ানী হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য এনআরবিসি অফিসার মোঃ কামরুল ইসলাম (৩৫) কে এয়ার এম্বু-লেন্স দিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। অপরজন লিলি দেবনাথ কাশিয়ানী উপজেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে। #

কাশিয়ানীতে লাইসেন্স ছাড়াই এলপি গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি চলছে

কাশিয়ানী প্রতিনিধিঃ লাইসেন্স ছাড়াই গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলার সর্বত্রই চলছে এলপি গ্যাস সিলিন্ডারের ব্যাবসা। রড়, সিমেন্ট, ক্রোকারিজ, মুদি দোকানেসহ বিভিন্ন ধরণের দোকানে প্রকাশ্য এলপি এলপি গ্যাসের সিলিন্ডার বিক্রি হচ্ছে অবাধে।

উপজেলার বিভিন্ন হাট বাজার ঘুরে দেখা গেছে, কোন প্রকার নিয়মনীতি ছাড়াই সারি সারি এলপি গ্যাস সিলিন্ডার নিজেদের দোকানে সাজিয়ে রেখেছে এ সব অবৈধ্য এলপি গ্যাস ব্যাবসায়ীরা। উপজেলার বিভিন্ন হাটবাজারের এসব গ্যাস ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স তো দূরের কথা, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র নাই তাদের। উপজেলার ৩০ টি হাটবাজারের প্রায় সব কয়টা বাজারে বাজারই কমবেশী গ্যাস সিলিন্ডারের ব্যাবসা রয়েছে।

জনা গেছে সরকারি নিয়ম অনুসারে ০৮ টির কম গ্যাস সিলিন্ডার থাকলে তার লাইসেন্স প্রয়োজন হবে না। এমন আইনের সুযোগেই কাশিয়ানী উপজেলার বিভিন্ন হাট বাজারের এসব ব্যাবসায়ীরা লাইসেন্স ছাড়া অবৈধ্য ভাবে ব্যাবসা চালিয়ে যাচ্ছে। লাইসেন্স ছাড়া ০৮ টি সিলিন্ডার মজুদ রাখতে হলেও অধিকতর এর আগে, গত মে মাসে বেনাপোল শহরের আশে পাশে ২৪ জন করোনা পজিটিভ সংক্রামনে আক্রান্ত হবার খবর নিশ্চিত করেন উপজেলা স্বাস্থ্যকর্মকর্তা। যশোর জেলা সিভিল সার্জন শাহীন হোসেন জানান, হোটেলে অবস্থান করা ভারত ফেরত যাত্রিদের মধ্যে সংক্রমন ধরা পড়ার বিষয়টি ঝুঁকিপূর্ণ। গত ২ জুন ৪২ জনের শরীর থেকে নমুনা নেয়া হয়েছে।

আক্রান্তদের হোটেল থেকে যশোর সদর হাসপা-তালে স্থানান্তর করা হয়েছে। কোয়ারেন্টাইনে থাকা যাত্রিদের ১৩ দিন পর নেগেটিভ নিশ্চিত করেই ছাড়পত্র দেয়া হচ্ছে। যারা ভারত থেকে করোনা নেগেটিভ সনদ নিয়ে আসছে তাদেরকেও বাংলা দেশে পরীক্ষা নিরিক্ষা করা হচ্ছে।

বেনাপোল সিএন্ডএফ এজেন্টের সভাপতি মফিজুর রহমান সজন জানান, বৈধ অবৈধভাবে অনেকেই সীমান্ত পেরিয়ে বেনাপোলে আসে। সাধারন মানুষের সাথে তাদের মেলামেশা ও হোটেলে থাকাটা বেনাপোলবাসির জন্য বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। বেনাপোলের মানুষ এখন বেশ শঙ্কিত। আবাসিক হোটেল থেকে বিশেষ ব্যবস্থায় যাত্রিরা নেমে বাজারে ঘুরাঘুরি এবং কেনাকাটা করে হোটেলে প্রবেশ করছে যা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। পুলিশ প্রশাসন কে আরও কঠোর না হলে সংক্রমন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

আলফাডাঙ্গায় জনতার আক্রশে পুলিশ আহত

ফরিদপুর প্রতিনিধিঃ আলফাডাঙ্গা থানাধীন বেড়ীরহাট বাজারের মেইন রাস্তার উপর জনৈক মিজানুর রহমান সরদার, রঞ্জু ও জালাল গ্রুপের মধ্যে আসন্ন ইউপি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। উক্ত বিরোধের জের ধরে পূর্বের মামলায় জামিনে ফেরা আসামীরা ৪ জুন (শুক্রবার) বিকাল আনুমানিক ৫ টার দিকে আলফাডাঙ্গা থানাধীন বেড়ীরহাট বাজারে প্রায় ২ শতাধিক লোক নিয়ে মিটিং করে।

এর মধ্যে এক গ্রুপের লোকজন পুলিশকে সংবাদ দিলে জরুরী ডিউটিতে নিয়োজিত থাকা এসআই (নিঃ) প্রশান্ত কুমার সঙ্গীয় ফোর্স সহ ঘটনাস্থলে যায়। এর পরপরই এসআই মুনজুর আহমেদ ও এএসআই জামাল উদ্দিন ঘটনা স্থলে গিয়ে পৌছায়।

ততক্ষণে ৩ গ্রুপের লোকজনের মধ্যে দাঙ্গার সূচনা ঘটে। পুলিশ আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্রনে আনার চেষ্টা করলে কিছু লোকর ইট পাটকেলের আঘাতে এসআই মুনজুর আহমেদ ও এএসআই জামাল উদ্দিন আহত হয়। পরবর্তীতে পুলিশের জান মালের নিরাপত্তার লক্ষ্যে উত্তেজিত জনতার উপর পুলিশ লাঠি চার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। বর্তমানে সেখানে আইন শৃংখলা স্বাভাবিক আছে।

ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আহত এসআই (নিঃ) মুনজুর আহমেদ ও এএসআই (নিঃ) মোঃ জামাল উদ্দিনকে চিকিৎসার জন্য আলফাডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়, এবং বেডিরহাট এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে পুলিশ জালাল সরদার, নিজাম উদ্দিন ও মহসিন খানকে আটক করা হয়েছে।

নিরাপত্তার জন্য অগ্নি নির্বাপন ব্যাবস্থা বাধ্যতামুলক হলেও তা মানছে না সংশ্লিষ্ট ব্যাবসায়ীরা। এসব এলপি গ্যাস ব্যবস্যায়ী ও ব্যাবহারকারিদের মধ্যে আইনগত ব্যাধ্যবাধকতা বিষয় কোনপ্রকার ধারণা নাই। এলপি গ্যাস সিলিন্ডারের বিভিন্ন কোম্পানীর ডিলাররা নেপথ্যে সাহস জোগাচ্ছে খুচরা ব্যাবসায়ীদের। তারা আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে ট্রাক ও নসিমনে করে গ্যাসের সিলিন্ডার সরবারহ করছে উপজেলার বিভিন্ন হাটবাজারে।

সংশ্লিষ্টদের সঠিক তদারকির অভাবে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসা যেনেও তারা সরকার অনুমোদিত লাইসেন্স ও অগ্নিনির্বাপন ব্যাবস্থা ছাড়াই ঝুঁকিপূর্ণ এ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এসব ব্যবসায়ীদের অনেকেই দোকানের সামনে মাত্র ০৮টি সিলিন্ডার রেখে দোকানের ভিতরে মজুদ সিলিন্ডার রেখে নিজের মত করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। কোন কোন ব্যবসায়ী লাইসেন্সের আবেদন করে লাইসেন্স পাওয়ার অপেক্ষ না করেই ব্যাবসা শুরু করে দিয়েছেন। অধিকাংশ ব্যবসায়ীরাই দোকানের সামনে সারিসারি গ্যাস সিলিন্ডার রেখে তাদের ব্যাবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

এসব দাহ্য পদার্থ যে কোন সময়ে বিষ্ফোরণ ঘটতে পারে, ঘটতে পারে বড় ধরণের কোন দূর্ঘটনা। এ ব্যাপারে গোপাল গঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপ-পরিচালক মোঃ জানে আলম জানান, একটি গ্যাস সিলিন্ডারই একটি বোমা মনে করতে হবে। তিনি আরো বলেন, অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপন আইন ২০০৩ এর ৪ ধারা মোতাবেক সরকার ঘোষিত ফায়ার সার্ভিসের কোন জ্বালানি নিয়ে কেই ব্যবসা করলে (মজুদ প্রসেসিং প্রক্রিয়াকরণ এ্যাক্ট:) তাকে উক্ত বিধান অনুযায়ী ফায়ার লাইসেন্স করতে হবে। অন্যথায় উক্ত আইনের ১৭ ও ১৮ ধারা মোতাবেক ০৩ বছরের কারাদন্ড অর্থদন্ড এবং উক্ত দোকান বা স্থানের মালামাল বাজেয়াপ্ত করতে পারবে।

সিলেটে সিটি কর্মচারী

শেষ পাতার পরে... বুধবার (২ জুন) দুপুরে সিসিক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে কোর্ট পয়েন্টসহ নগরীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। তখন কয়েকটি ব্যাটারী চালিত রিকশা আটক করা হয়। খবর পেয়ে দুপুর আড়াইটার দিকে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফন্ট সংগঠন ও অটোরিকশা শ্রমিকরা নগরীতে চলাচলের অনুমতি দেওয়ার দাবিতে মিছিল বের করে ।

পরে মিছিল নিয়ে সিলেট সিটি করপোরেশন ঘেরাও দিয়ে মেয়রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শোগান দিতে থাকে শ্রমিকরা। মিছিল চালাকালে সিটি করপোরেশনের ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলে সিসিকের প্রধান ফটক বন্ধ করে দেয় নিরাপত্তা রক্ষীরা।

এসময় উত্তেজিত চালকরা বাহির থেকে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ শুরু করলে সিসিকের কর্মচারীরা সিসিকের ভেতর থেকে পাল্টা ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। এতে কয়েকটি গাড়ির গ্লাস ভেঙ্গে গেছে।

আলফাডাঙ্গায় বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ

শেষ পাতার পরে... এ খেলায় আলফাডাঙ্গা পৌরসভা শক্তিশালী একাদশ বুড়াইচ ইউনিয়ন ফুটবল একাদশকে ৫ শুন্য গোলে পরাজিত করে জয়লাভ করে। খেলা পরিচালনা করেন আলফাডাঙ্গা সরকারি ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক আসলাম হোসেন এবং ধারা ভাস্যকারে ছিলেন সরকারি ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক মাহিদুল হক।এ খেলায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আলফাডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তৌহিদ এলাহী তিনি প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে উক্ত ফুটবল টুর্নামেন্টের খেলা উপভোগ করেন এবং খেলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরন করেন।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন-পৌর মেয়র মোঃ সাইফুর রহমান সাইফার, আলফাডাঙ্গা সরকারী কলেজের অফিসার ইনচার্জ মোঃ মনিরুল হক শিকদার, প্রেসক্লাবের সভাপতি এনায়েত হোসেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল আওয়াল আকন ,আলফাডাঙ্গা সদর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান এ কে এম আহাদুল হাসান, বুড়াইচ ইউনিয়ন চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম, উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক হাসমত হোসেন তালুকদার, যুগ্ম আহবায়ক শেখ কামরুল ইসলামসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সুধীজন প্রমুখ।

bangla express
বাংলা এক্সপ্রেস
banglaexpressonline.com

পর্যটন কেন্দ্র কুয়াকাটা

শেষ পাতার পরে... করোনার দ্বিতীয় ডেউ যখন বাংলা দেশে আঘাতহানে তারই ধারাবাহিকতায় গত ১ই এপ্রিল ২০২১ পর্যটন নগরী কুয়াকাটাকে বন্ধ ঘোষনা করেন সরকার। তার পরবর্তী সময় থেকে কুয়াকাটায় হোটেল, মোটেল, রেস্টুরেন্ট সহ সকলপ্রকার প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে।

টোয়াকের প্রেসিডেন্ট রুমান ইমতিয়াজ তুষার বলেন, কুয়াকাটায় পর্যটন শিল্পের সাথে জড়িত প্রায় ৫ হাজার মানুষ কর্মহীন দিন কাটাচ্ছে, প্রতিটি মানুষ কষ্টে দিন কাটাচ্ছে, তাই আমরা আজ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বরাবর কুয়াকাটা পর্যটন কেন্দ্রকে খুলে দেয়ার দাবিতে কুয়াকাটার সর্বস্ড়রের পর্যটন ব্যবসায়ীদের পক্ষে এই স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

কলাপাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার আবু হাসনাত মোহাম্মদ শহীদুল হক জানান, টোয়াকের একটি প্রতি নিধি দল কলাপাড়া কুয়াকাটার সকল পর্যটন ব্যাবসায়ীদের পক্ষে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পর্যটন কেন্দ্রকে খুলে দেয়ার দাবিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর একটি স্মারকলিপি আমার কাছে পেশ করেছেন।

স্মারকলিপিটি আমি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পাঠানোর ব্যাবস্থা করবো।

কাশিয়ানীতে সড়ক দুর্ঘটনায় ২ জন নিহত ২ আহত

মোঃ তাইজুল ইসলাম টিটনঃ গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলায় মাইক্রোবাস ও পিকআপ ভ্যানের মুখো মুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো দুইজন। এর মধ্যে ১ জনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে এয়ার এম্বুলেন্সে করে ঢাকা নেয়া হয়েছে। শুক্রবার (৪ জুন) দুপুর ২ টার দিকে কাশিয়ানী উপজেলার ধুসর এলাকার ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানায় কাশিয়ানী থানা পুলিশ।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার কাঠি গ্রামের মোশারফ হোসেনের ছেলে পিকআপ ভ্যান চালক ইমরান (৩০)। অপরজন বরিশালের বাঁকেরগঞ্জ উপজেলার ভবানিপুর গ্রামের মাইক্রোবাস চালক জাফর হোসেন (৪০)। কাশিয়ানী থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ আজিজুর রহমান জানান দুপুর ২ টার দিকে কাশিয়ানী উপজেলার ধুসর এলাকার বেসরকারি ব্যাংক এন.আর.বি.সির ব্যবহৃত নোয়া মাইক্রোবাস ঢাকা থেকে সাতক্ষীরা যাচ্ছিলো, অপরদিকে

চিলেকোঠার রহস্যের ছোঁয়া

পর্ব-২

লেখকঃ নুসরাত জাহান তুলি

প্রথম পর্বের পর... তারপর দুজনে ওই ঘরে তাদের জিনিসপত্র নিয়ে গেল। রাতে খাবার টেবিলে বিন্দু প্রসাদ ও অভিনেশ বসলেন।

[কথোপকথন]

বিন্দু প্রসাদঃ কিরে লুকমান, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? খেতে বস।

লোকমানঃ নাহ সাহেব। আপনাদের সাথে বসে কিভাবে খাবো, সেই যোগ্যতা আমার নেই।

বিন্দু প্রসাদঃ শোন, মানুষের কর্ম দেখে মানুষকে ভেদাভেদ করবি না। সব মিলে আমরা মানুষ, এটা মনে রাখবি। এখন এদিক আয় দেখি, আমার পাশে বস।

তারপর তারা খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লেন। ঘুমানোর আগে বিন্দু প্রসাদ একটি কবিতা লিখ-লেন.....

এই চন্দ্র মেঘে ঢাকা, উজ্জ্বল তার মুখ, সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে ওঠে, প্রেমে ভরা বুক।

যদি জানতে চাও, কেনো কাঁদে মন, চলে এসো! বলে দিবো সব, কারণ আমিই সেই জন।

এটি লিখে বিন্দু প্রসাদ ঘুমিয়ে পড়লেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে বিন্দু প্রসাদ হাঁটতে গেলেন। সে প্রায় এক ঘন্টা হাঁটার পর চিলেকোঠা বাড়িটির পিছনে যে পুকুরটি আছে সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করছিলেন। এর মধ্যে হঠাৎ করে নাকে একটি দুর্গন্ধ অনু-ভব হলো। খুবই বাজে গন্ধ যা কিনা সহ্য করা যাচ্ছিল না। তারপর সে লক্ষ্য করেছেন যে, পুকুরের পাড়ে একটি মৃত পাঠা পড়ে আছে। পাঠাটির গায়ে পোকা ভন ভন করছে। তখন বিন্দু প্রসাদ কাউকে বিষয়টি না জানিয়ে একটি পলিথিনে করে পাঠাটির রক্ত সামান্য পরিমাণে নিলেন। তারপর পাঠাটিকে বাড়ির পেছনের জঙ্গলে মাটি চাপা দিয়ে দিলেন। তারপর বিন্দু প্রসাদ চিলেকোঠা বাড়িটির ভেতরে গিয়ে যে বাথরুমে প্রাপ্তি মারা গিয়েছিলো এবং সেখানে দেয়ালে যেই রক্ত দিয়ে লেখা ছিল সেই রক্ত কিছুটা নিলেন। তারপর বিন্দু প্রসাদ অভিনেশকে বলেন, আমার সাথে চল। অভিনেশ কিছু না বলে তার সাথে চললো।

আর বিন্দু প্রসাদ লোকমান কে বলল যে, পাশের গ্রামে আমার এক পুরনো বন্ধু আছে । তার সাথে দেখা করে আসি আর সকালের নাস্তাটা ওখানেই করে নেব। এটি বলে বিন্দু প্রসাদ ও অভিনেশ তার ট্যাক্সিতে বস লেন। তারপর তারা একটি ল্যাবে গেলেন এবং রক্ত দুটি একই কিনা তা পরীক্ষা করলেন। তারপর তারা অবাক হয়ে গেলেন, কারণ তারা দেখলেন যে দুটোই পাঠার রক্ত এবং একই রক্ত। তারপর বিন্দু প্রসাদ বুঝতে পারলেন যে, এটি আসলে যে করেছে, সে পাঠাটিকে মেরে তারপর ওই রক্ত দিয়ে বাথরুমের দেয়ালে লিখেছে যাতে করে সবাই ভয় পায়।

তারপর বিন্দু প্রসাদ ও অভিনেশ চিলে কোঠায় ফিরে আসলেন। সেই দিন বিন্দু প্রসাদ বাগানের এক কোনায় বসে তার লেখা কবিতাটির বাকি অংশ লিখছিলেন।.....

ওহে নব লক্ষ্মীণী ! কৃষ্ণচূড়া গেঁথে গেছে, তোমার ঐ কালো কেশে। রবি ঠাকুরের উদাসীন চোখ, যদি দেখত তোমাকে পদ্মের সারি রটিয়ে দিতেন তোমার উজ্জ্বল রূপে।

কি নাম তোমার? জানি নাকো আমি শ্যাম বর্ণের এই গঠনকে তাই, শ্যামা নাম দিয়েছি আমি।

কবিতা লেখার মাঝে বিন্দু প্রসাদ হঠাৎ দেখতে পেলেন যে, চুমকি বাগানে পানি দিচ্ছে। বিন্দু প্রসাদ লক্ষ্য করলেন যে, চুমকির হাতে পোড়া দাগ। একদম পুরো চামড়া কালো হয়ে গেছে। বিন্দু প্রশাসন থেকে ডাক দিল।

[কথোপকথন]

বিন্দু প্রসাদঃ চুমকি...!!! এদিকে আয় দেখি।

চুমকিঃ জি সাহেব।

বিন্দু প্রসাদঃ তোর হাতে কি হয়েছে?

চুমকিঃ কিছুনা সাহেব। ওই রান্না করার সময় গরম তাওয়ায় ভুলে হাত লেগে গিয়েছিল।

বিন্দু প্রসাদঃ তুই কিছু লাগাস নি কেন হাতে? এইনে, কিছু টাকা। অভিনেশের সাথে গিয়ে হাতের জন্য ডাক্তার দেখিয়ে আয়।

চুমকিঃ নাহ সাহেব ,আমি ঠিক আছি।

বিন্দু প্রসাদঃ যা বলেছি তাই কর। অভিনেশ কে নিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে আয়।

তারপর বিন্দু প্রসাদ অভিনেশ কে ডাক দিলেন এবং বললেন যে, চুমকির হাতের জন্য ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে। তারপর অভিনেশ ও চুমকি ডাক্তারের কাছে গেল। এখন বাড়িতে আছে শুধু লোকমান ও বিন্দু প্রসাদ।

(বাকী ৩য় পর্বে...)

তুই কি আমার তুমি হবি

- নাজমুল হক

তুই কি আমার তুমি হবি?
সকাল বিকাল সন্ধ্যা দুপুর
একটু খানি খবর নিবি।

তুই কি আমার তুমি হবি?
বেলা শেষে ঘরে এলে
একটু খানি আদর দিবি।

তুই কি আমার তুমি হবি?
নীলাকাশে জোছনা রাতে তারার
মাঝে আমায় পাবি।

তুই কি আমার তুমি হবি?
হাজার লোকের ভিড়ের
মাঝে আমায় কি তুই খুঁজে নিবি।

তুই কি আমার তুমি হবি?
বৃষ্টি ভেজা দিনের শেষে
হাতটি ধরে ছুঁয়ে দিবি।

তুই কি আমার তুমি হবি?
জোনাক পাখির ডানায়
বসে আমার মাঝে আলো ছড়াবি।

তুই কি আমার তুমি হবি?
দূর আকাশের তারার
মাঝে আমায় শুধু খুঁজে নিবি।

তুই কি আমার তুমি হবি?
এলো মেলো চুলের ছোঁয়ায়
আমায় পাগল করে দিবি।

তুই কি আমার তুমি হবি?
মিষ্টি সুরের গানের কথায়
আমায় তুই ভুলিয়ে দিবি।

তুই কি আমার তুমি হবি?
ঝড় বৃষ্টি সরিয়ে দিয়ে
আমায় টেনে বুকে নিবি।

তুই কি আমার তুমি হবি?
সারাটি রাত না ঘুমিয়ে
আমার সাথে গল্প করবি।

তুই কি আমার তুমি হবি?
কষ্ট ভরা মনটাকে তুই
খুশীর ছোঁয়ায় ভরে দিবি।

তুই কি আমার তুমি হয়ে,
সব কিছু ভুলিয়ে গিয়ে,
হাজার তারা পিছে ফেলে,

আকাশ বাতাস ভুলে গিয়ে,
ঝড় বৃষ্টি মাথায় নিয়ে,
দৌড়ে এসে বুকে জড়িয়ে,
একটু খানি ভালোবাসবি ?

তুই কি শুধু আমার হবি?

ছায়া

- মোঃ ফরিদুল আলম

গা ছ যদি বুড়ো হয়
নাহি দেয় ফল
অবহেলা করো না তারে
মূলে ঢেলো জল।
সারা জীবন ঢাল হয়ে
দিয়ে গেছে ছায়া
এখন তার বৃদ্ধকাল
না হয় একটু করো মায়া।
এখন তুমি যদি তাকে
করো অবহেলা,
ঘুরে ফিরে এই দিন
আসতে পারে
তোমারি বেলা।

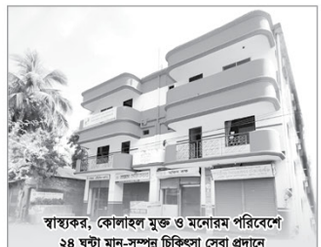
স্বাস্থ্যকর, কোলাহল মুক্ত ও মনোরম পরিবেশে
২৪ ঘন্টা মান-সম্পন্ন চিকিৎসা সেবা প্রদানে
আলফাডাঙ্গায় প্রথম...
আধুনিক চিকিৎসা সেবা
নাজমা মেডিকেয়ার
আর.এম.সেন্টার, কলেজ রোড, আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর
মোবাইলঃ ০১৭ ৫৮৬৮ ৯৫১৫

Hasinaz
glitter your glamour
Mirpur 1, Dhaka - Bangladesh
COSMETICS - JEWELLERY - CLOTHS - PERFUMES
Scan for Facebook Page:
facebook.com/hasinaz143
+88018 8127 1988

পার্টির জমাটি স্টার্টার

চিকেন মোল্টেন ফিঙ্গার

উপকরণঃ বোনলেস চিকেন ব্রেস্ট (সরু করে কাটা) ৪ টুকরো, আদা-রসুন বাটা ২ চা চামচ, কালোমরিচ গুঁড়ো এক চিমটে, সরষে গুঁড়ো এক চিমটে, পাতি লেবুর রস ১ চা চামচ, নুন স্বাদ মতো, কাঁচা লঙ্কা কুচি আধ চা চামচ, পার্সলে পাতা কুচি ১/৪ চা চামচ, কাঁচা লঙ্কা বাটা ১/৪ চা চামচ, চিজ ২ টেবিল চামচ, ফ্রেশ ব্রেড ক্রাম্বস (কোটিংয়ের জন্য), ডিমের সাদা অংশ (ফেটানো), ভাজার জন্য সাদা তেল।

প্রণালীঃ নুন, পাতিলেবুর রস, আদা-রসুন বাটা, মরিচ গুঁড়ো, সরষে গুঁড়ো দিয়ে চিকেন ম্যারিনেট করে রাখুন। চিজ, পার্সলে পাতা কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি মিশিয়ে একটা পুর তৈরি কন। এ বার চিকেন ব্রেস্টের মধ্যে সেটা ভরে রোল করে মুড়ে নিন। সেগুলো একে একে ডিমের সাদা অংশে ডুবিয়ে, ফ্রেশ ব্রেড ক্রাম্বস মাখিয়ে কম আঁচে ডুবো তেলে ভেজে নিলেই তৈরি চিকেন মোল্টেন ফিঙ্গার।

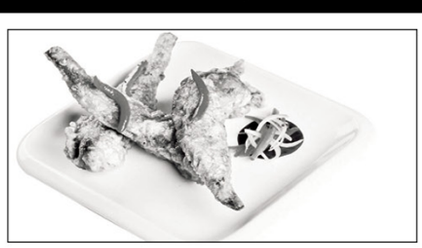

লঙ্কা লইট্যা ফ্রিটার্স

উপকরণঃ লোটে মাছ ৬টি, নুন স্বাদ মতো, শা-মরিচ এক চিমটে, রসুন বাটা ১ চা চামচ, কাঁচা লঙ্কা বাটা ১ চা চামচ, কর্নফ্লাওয়ার ৫ চা-চামচ, ধনে পাতা বাটা ১ চা চামচ, ডিম (ব্যাটারের জন্য) ১টি, সাদা তেল পরিমাণ মতো, বেকিং পাউডার অল্প।

প্রণালীঃ লোটে মাছের কাঁটা ছাড়িয়ে নিয়ে টুকরো করে নিতে হবে প্রথমে। নুন, কাঁচা লঙ্কা বাটা, মরিচ গুঁড়ো, রসুন বাটা দিয়ে লোটে মাছ গুলো ম্যারিনেট করে রাখতে হবে। এ বার ডিম, কর্নফ্লাওয়ার, কাঁচা লঙ্কা বাটা, ধনেপাতা বাটা আর নুন দিয়ে একটা সবুজ ব্যাটার তৈরি করে তার মধ্যে ম্যারিনেট করে রাখা মাছের টুকরোগুলো ডুবিয়ে ভেজে নিতে হবে। কাসুন্দির সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন।

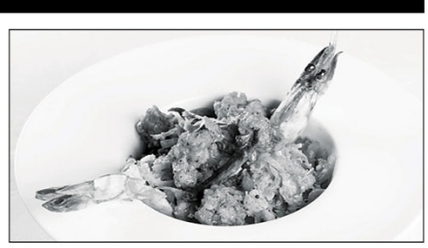

চিংড়ির চটপটি

উপকরণঃ চিংড়ি ২০০ গ্রাম, আদা-রসুন বাটা ২ চা চামচ, শা-মরিচ এক চিমটে, নুন স্বাদ মতো, কাঁচা লঙ্কা বাটা ১ চা চামচ, কর্নফ্লাওয়ার ৪ চা চামচ, ডিম (ব্যাটারের জন্য), সাদা তেল পরিমাণ মতো, নারকেল কোরা ২ চা চামচ, পেঁয়াজ কুচি ১ চা চামচ, শুকনো লঙ্কা ২টি, ধনেপাতা কুচি ১ চা চামচ।

প্রণালীঃ ডিম, নুন, আদা-রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা, শা-মরিচ আর কর্নফ্লাওয়ার একসঙ্গে মিশিয়ে চিংড়িগুলো তাতে মাখিয়ে ডুবো তেলে ভেজে তুলে নিন। এ বার প্যানে আবার তেল গরম করে নারকেল কোরা, পেঁয়াজ কুচি, নুন, কাঁচা লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা দিয়ে চিংড়িগুলো মিশিয়ে টস করে নিলেই তৈরি স্টার্টার। গরম গরম পরিবেশন করুন।

বিএনপি নেতা মীর হেলালের মামলা প্রত্যাহার চেয়ে দুবাইয়ে প্রতিবাদ সভা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মীর হেলালের বিরুদ্ধে মিথ্যা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে দুবাই-আবির বিএনপি।

সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি দিদারুল আলমের সভাপতিত্বে, সাধারণ সম্পাদক নিজাম উদ্দিন সোহেল এর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ইউ.এ.ই কেন্দ্রীয় বি.এন.পির প্রভাবশালী সদস্য নাসির চৌধুরী তার বক্তব্যে বলেন, রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের স্বীকার ব্যারিস্টার মীর হেলাল। তিনি বলেন হেফাজতের কর্মসূচীকে রাজনৈতিক রুপ দেওয়ার জন্যই মূলত এই মামলা।

প্রধান বক্তার বক্তব্যে চট্টগ্রাম উত্তর জেলা যুবদলের সহ গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক এস,এম,মোদাচ্ছের শাহ বলেন, নাশকতা নয়, জনপ্রিয়তাই ব্যারিস্টার মীর হেলালের একমাত্র অপরাধ। তিনি আরো বলেন মামলা হামলা দিয়ে ব্যারিস্টার মীর হেলালের রাজনীতি বন্ধ করা যাবেনা।

নাশকতা নয়, উদার গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী ব্যারিস্টার মীর হেলালের সারাদেশের ধারাবাহিক রাজনৈতিক কর্মসূচি সহ চট্টগ্রাম তথা হাটহাজারীর আপামর জনতার ভালবাসা ও সাংগঠনিক দক্ষতা ও বিচক্ষণতায় ঈর্ষান্বিত হয়ে আজকের এই মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন মামলা করেছে সরকার।

মাওলানা আব্দুর রহিমের পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু করে অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন মোঃ জাকারিয়া রাশেদ, বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো বক্তব্য রেখেছেন চট্টগ্রাম উত্তর জেলা যুবদলের সহ তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক মুজিবুল হক মঞ্জু, দুবাই বি.এন.পির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জামাল উদ্দিন, আবির বি.এন.পির সাবেক সভাপতি আজিম উদ্দিন তালুকদার, দুবাই বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হুমায়ুন কবির সুমন, উপদেষ্টা মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ, দুবাই ফোরামের সহ সভাপতি আবু তৈয়ব, আবির বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক কাইছার, জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের (আমিরাত) সহ সভাপতি সাইফুল ইসলাম, দুবাই জিয়া পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জি, এম,সাইফুল, আনোয়ারা ফোরামের সভাপতি ভি,পি ইলিয়াস আজম, ছাত্রনেতা এনামুল হক, মোহাম্মদ হাশেম, এরশাদ, ওসমান, আঃ সাত্তার, জয়নাল আবেদিন, সিরাজ, মোস্তাফিজুর রহমান, ইকবাল, আমির আরমান সহ বক্তারা অনতি বিলম্বে ব্যারিষ্টার মীর হেলাল সহ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তির দাবী জানিয়েছেন।

সৌদি আরব এখন শুধু তেল

প্রথম পৃষ্ঠার পরে... এস এন্ড পি গ্লোবালের সূত্র মতে যুবরাজ আব্দুল-আজিজ বিন সালমান বলেছেন, আমরা শুধু জ্বালানি তেল উৎপাদক দেশ নই। আমরা বিভিন্ন প্রকারের জ্বালানি উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা মূলক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত এক দেশ। আমরা কম খরচে জ্বালানি তেল ও গ্যাস উৎপাদন করছি। আমরা কম খরচে নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদক দেশে পরিণত হয়েছি। এছাড়া আমরা খুব কম খরচে হাইড্রজেনও উৎপাদন করছি।

তিনি বলেন, আমি বিশ্বকে জোর দিয়ে বলছি যে সৌদি আরব যে বিভিন্ন প্রকারের জ্বালানি উৎপাদনে সক্ষমতা অর্জন করছে এ বাস্তবতাকে মেনে নিতে। আমরা জ্বালানি উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করতে যাচ্ছি।

শীর্ষ জ্বালানি তেল রফতানিকারক দেশ সৌদি আরব এশিয়ায় তাদের তেলের মূল্য বাড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার সরকারিভাবে জুলাই মাসের জন্য তেলের যে মূল্য ধরা হয়েছে সেখানে দেখা গেছে, এশিয়ায় সৌদি আরবের অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে। জুলাই মাসে সরকারিভাবে সৌদি তেল বিক্রির মূল্য ধরা হয়েছে প্রতি ব্যারেল ১.৯ মার্কিন ডলার। এ মূল্য ওমান ও দুবাইয়ের ধরা গড় মূল্যের চেয়ে বেশি। জুনে এ মূল্য আরো ২০ সেন্ট বৃদ্ধি করা হবে।

জুলাই মাসে সৌদি আরব উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের জন্য তাদের জ্বালানি তেলের মূল্য আইসিবি ব্রেন্ট নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে ১.৯০ মার্কিন ডলার কম মূলে বিক্রি করবে। জুন মাসের তুলনায় এ মূল্য ২.৯০ মার্কিন ডলার কম। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স সৌদি সরকারি নথির বরাত দিয়ে এ সংবাদ প্রকাশ করেছে।

আরগাস সোর ক্রুড ইনডেক্সের মতে, যুক্তরাষ্ট্রে সরকারিভাবে প্রতি ব্যারেল জ্বালানি তেলের মূল্য ধরা হয়েছে ১.৫০ মার্কিন ডলার। জুন মাস থেকে জ্বালানি তেলের এ মূল্য অপরিবর্তিত আছে।

সূত্র : আল-আরাবিয়া নিউজ

আমিরাতে ভিজিট ভিসার মেয়াদ

প্রথম পৃষ্ঠার পরে... মোহাম্মদ কামাল হোসেন এব্যাপারে আজমনস্থ আল মানামা ম্যান পাওয়ার সার্ভিসের কনসালটেন্ট মোহাম্মদ কামাল হোসেন বাংলা এক্সপ্রেসকে বলেন, ভিজিট ভিসার মেয়াদ এক মাস করে দুই বার বাড়ানো যায়। তিনি এক মাস করে না বাড়িয়ে তিন মাসের নতুন ভিজিট ভিসা করেছেন। এই ব্ল্যাক লিস্টের কারণ লোকটির ভিসা বি টু বি হয়নি। এক সময় আমিরাতে অভ্যন্তরীণ ভিজিট ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর পূর্বশর্ত ছিল (বিমানবন্দর থেকে বিমানবন্দর) দেশ আউট। করোনাকালীন সময়ে তা শিথিল করে অনলাইনে বি টু বি বা ইনসাইড কান্ট্রি করা হয়েছে অর্থাৎ আমিরাতে অবস্থান করেও মেয়াদ বাড়ানো যাবে তবে তা অনলাইন প্রসেস সম্পন্ন করতে হবে। আগের ভিজিট ভিসার স্ট্যাটাস পরিবর্তন করে নতুন ভিসায় আনতে হয়।

তিনি আরও বলেন, যখন ভিজিট ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর জন্য যাবেন তখন অবশ্যই প্রথম যে এজেন্সি থেকে ভিজিট ভিসা করা হয়েছিল সেখানেই যেতে হবে। দুই বার বাড়ানোর পরেও যদি ভিজিট ভিসার প্রয়োজন হয় তখন যেকোনো এজেন্সি থেকে নতুন অভ্যন্তরীণ ভিজিট ভিসা গ্রহণ করা যাবে। তবে তাদের বলতে হবে ইন আউটের প্রসেস ও স্ট্যাটাস পরিবর্তন করে দেওয়ার জন্য। অভ্যন্তরীণ ভিজিট ভিসার জন্য ৬০০ দিরহাম অতিরিক্ত দিয়ে এই প্রসেস সম্পন্ন করতে হয়। তা না করলে ব্ল্যাক লিস্টের পাশাপাশি প্রতিদিন জরিমানা ১০০ দিরহাম (২ হাজার টাকা) করা হবে। ব্যাক লিস্টের ফলে জরিমানা পরিশোধ ও ব্যাক লিস্ট উঠানো ছাড়া ভিসা লাগানো দূরে থাক দেশে যাওয়াও সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, ব্ল্যাক লিস্ট উঠানোর জন্য দেশে থাকাকালীন আমিরাতের যে এজেন্সি থেকে ভিজিট গ্রহণ করা হয়েছিল তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। কারণ তারাই ব্যাক লিস্টে ফেলেছে। তারপর Sharjah Airport Travel Agency (SATA) অফিসে গিয়ে নির্ধারিত ফি দিয়ে আবেদন করতে হবে। সাথে সকল ডকুমেন্টস নিয়ে যেতে হবে।

এদিকে সম্প্রতি আমিরাতে ভিজিট ভিসায় আগত প্রবাসীরা বাংলাদেশি দালালদের মাধ্যমে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন। ভিজিট ভিসা দিয়ে ওয়ার্ক পারমিট বলে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। অনেকে আবার চাকুরি দেওয়ার কথা বলে নতুন প্রবাসীদের সাথে প্রতারণা করছে।

আমিরাতে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে বাংলাদেশি যুবকের মৃত্যু

মধ্যপ্রাচ্যের সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজাহ শহরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে মাহবুব আলম আলফু (২৮) নামে এক প্রবাসী বাংলাদেশির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

নিহত মাহবুব আলম আলফু কুলাউড়া উপজেলার কর্মধা ইউনিয়নের টাট্টিউলি গ্রামের মুহিব উলার ছেলে। তিনি প্রায় আট বছর থেকে প্রবাসে বসবাস করছেন।

প্রায় দুই বছর আগে ছুটি কাটিয়ে আলফু সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজাহ শহরে ফিরে যান। বিবাহিত আলফুর ২ বছর বয়সী এক কন্যাসন্তান আছে। প্রবাসী মাহবুব আলম আলফুকে হারিয়ে পরিবারে চলছে শোকের মাতম।

শারজাহ প্রবাসী নিহত মাহবুব আলম আলফুর বন্ধু সৈয়দ আবুল হাসান রহমান জানান, ২৪ মে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আলফু অগ্নিদগ্ধ হন। গুরুতর আহত অবস্থায় পুলিশ তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার সকালে মারা যান তিনি।

করোনার কারণে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে বাংলাদেশের বিমান চলাচল বন্ধ রয়েছে। নিহত আলফুর অসুস্থ মা-বাবা শেষবারের মতো ছেলের মুখটা দেখতে করছেন আহাজারি।

আমিরাতে ১৫ জুন থেকে গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্ন বিরতি শুরু

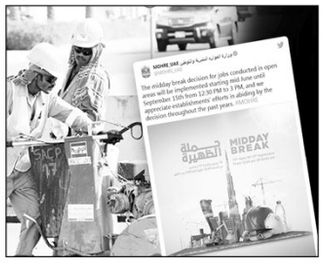

আব্দুলাহ আল শাহীন, ইউএইঃ সংযুক্ত আরব আমি - রাতে শ্রমিকদের জন্য ১৫ জুন) থেকে মধ্যাহ্ন বিরতি শুরু হবে। দেশটির শ্রম নীতির অংশ হিসেবে মানব সম্পদ মন্ত্রণালয় এই কর্মসূচী ঘোষণা করেছে।

মানব সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঘোষণা মোতাবেক চলতি মাসের ১৫ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অর্থাৎ তিন মাস দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত মধ্যাহ্ন বিরতি অব্যাহত থাকবে।

মানব সম্পদ মন্ত্রী নাসের বিন থালি আল হামলি ঘোষণা পত্রে বলেন, প্রতি বছর যখন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বিরাজ করে তখন কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা বিবেচনায় নিয়ে বিগত ১৭ বছর থেকে মধ্যাহ্ন বিরতি চলে আসছে।

উক্ত আইন অমান্যকারী কোম্পানিকে ৫০ হাজার দিরহাম পর্যন্ত জরিমানা ও লাইসেন্স বাতিলের মতো শাস্তি দেওয়া হবে। পাশাপাশি শ্রমিকের বেলায় ৫ হাজার দিরহাম জরিমানার আইন রাখা হয়েছে।

অনুমোদিত ৪টি টিকা নিলে কুয়েতে কোয়ারেন্টাইন লাগবে না

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে কুয়েতে সময় উপযোগী গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

কুয়েতের স্থানীয় নাগরিক ও বিভিন্ন দেশের প্রবাসীদের সুরক্ষায় ৪টি টিকার অনুমোদন দিয়েছে দেশটির সরকার। যাদের বৈধ আকামা রয়েছে এবং যারা ফাইজার, অক্সফোর্ড, জনসন ও মর্ডার্নার টিকা নেবেন, তাদের কুয়েতে যাতায়াতে বাঁধা থাকবে না। সাধারণ অনুমতিতেই তারা দেশটিতে যাওয়া আসা করতে পারবেন।

দেশটিতে যাতয়াতের সময় নির্ধারণের জন্য কুয়েত মুসাফির প্লাটফর্মের মাধ্যমে আবেদন করে করতে হবে। নতুন এই সুযোগ কাজে লাগাতে চায় বাংলাদেশি প্রবাসীরা। দেশে ছুটিতে থাকা কুয়েত প্রবাসীদের যাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আগে এই চার টিকা দেওয়া হয়, সরকারের কাছে সে দাবি করেছেন তারা।

এ ছাড়া কুয়েতের নিজ নিজ কর্মস্থলে ফিরতে বা জরুরি ছুটিতে গেলে যেন তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন সরকার বহন করে, সে দাবিও করেছেন প্রবাসীরা।

২০২০ সালে সমুদ্রপথে ৪৫০০ বাংলাদেশির ইউরোপ প্রবেশ

বাংলা এক্সপ্রেস ডেস্কঃ আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালে অন্তত চার হাজার ৫১০ দশ জন অভিবাসন প্রত্যাশী বাংলাদেশি স্থল ও সমুদ্রপথে ইতালি, মাল্টা, স্পেন বা গ্রিসের প্রবেশের মাধ্যমে ইউরোপে গেছেন।

ডিসপেসমেন্ট ট্র্যাকিং ম্যাট্রিক্স (ডিটিএম) ইউরোপের তথ্য অনুযায়ী, সর্বোচ্চ সংখ্যক বাংলাদেশি ইতালিতে নিবন্ধিত হয়েছেন (যা স্থল ও সমুদ্রপথে আগতদের ৯২ শতাংশ)। এছাড়াও, একই বছরে পশ্চিম বলকান (ডবিউবি) দেশগুলোর মধ্য দিয়ে প্রবেশের সময় ৮,৮৪৪ জন বাংলাদেশিকে ট্র্যাক করা হয়েছিল।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালে মাত্র ২১ জন নিবন্ধিত অভিবাসী যুক্তরাজ্যে যান। জাতিসংঘের ডিপার্টমেন্ট অব ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল অ্যাফেয়ার্স (ইউএনডিইএসএ) প্রকাশিত ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্র্যান্টস স্টক-২০২০ অনুযায়ী, মোট চার লাখ ৫৬ হাজার ৫১৬ বাংলাদেশি ২০২০ সালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাস করেছেন। তাদের ৬০ শতাংশই পুরুষ।

ABDULLA JUMAA
Facilities Management Service

We are professionals in below activities & fields:
❒ CCTV work ❒ Installation & Maintenance ❒ Painting Contacting
❒ Electromechanical equipment installation & Maintenance
❒ Air-conditioning, Ventilation's & Air filtration systems ❒ Floor & wall tiling
❒ Electrical & Plumbing work ❒ Interior Design & Decorations
❒ Plaster & Cladding work ❒ Wall paper fixing ❒ Building Cleaning Service
❒ Yearly Building maintenance service
Email: etbmcd@gmail.com, Cell: +971 52 8636001, UAE

করোনায় মৃত্যুর সম্ভাবনা ৫০ শতাংশ বাড়িয়ে দেয় ধূমপান: -WHO

আজই ধূমপান ছাড়ার নির্দেশ দিলেন WHO প্রধান। তিনি জানান, ধূমপান করোনা রোগীদের (Covid Patient) জন্য মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। ঠিক কী বলেছেন তিনি, জেনে নিন্

* ধূমপায়ীদের জন্য করোনায় মৃত্যুর ঝুঁকিও অনেক বেশি থাকে।
* 'কমিট টু কুইট' ক্যাম্পেইনের প্রচারে দেওয়া একটি বার্তায় WHO প্রধান জানান, ধূমপায়ীদের কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এবং করোনাভাইরাস তাঁদের জন্য আরও বেশি মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।'
* তিনি আরও বলেন, এই মুহূর্তে ধূমপান ছাড়া উচিত।

দেশে আছড়ে পড়েছে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। এরই মধ্যে নতুন ঘোষণা করল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউ)। সংশ্লিষ্ট সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল টেড্রস অ্যাডানম গেব্রিয়েসাস শুক্রবার জানান, যাঁরা নিয়মিত তামাক সেবন করেন (বিড়ি, সিগারেট, খৈনি খান) তাঁদের জন্য মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে করোনা। এমনকী, ধূমপায়ীদের জন্য করোনায় মৃত্যুর ঝুঁকিও অনেক বেশি থাকে। ধূমপান করলে কোভিডে মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ে ৫০ শতাংশ, দাবি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধানের।

'কমিট টু কুইট' ক্যাম্পেইনের প্রচারে দেওয়া একটি বার্তায় WHO প্রধান জানান, ধূমপায়ীদের কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এবং করোনাভাইরাস তাঁদের জন্য আরও বেশি মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। তিনি আরও বলেন, এই মুহূর্তে ধূমপান ছাড়া উচিত। সেক্ষেত্রে করোনার পাশাপাশি ক্যানসার, হৃদরোগেও আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। ধূমপান ছাড়ার জন্য তিনি ধূমপায়ীদের 'কুইট চ্যালেঞ্জ' নেওয়া উচিত। আগামী ৬ মাস ধূমপান ছাড়ার বিষয়ে সকলকে উৎসাহিত করতে হোয়াসঅ্যাপ, ভাইবার, ফেসবুক, উইচ্যাটে প্রচার চালাবে WHO।

ফ্রি ফায়ার ও পাবজি বন্ধ হবে কিনা প্রশ্নে যাবললেন টেলি যোগাযোগ মন্ত্রী

ফ্রি ফায়ার ও পাবজির মতো জনপ্রিয় দুই গেম বন্ধ করতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনে সুপারিশ করেছে শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনাও হয়েছে বলে খবর।গণমাধ্যমে এ নিয়ে সংবাদ প্রকাশের পর পরই দেশজুড়ে তুমুল আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে এটি।এমন পরিস্থিতিতে ফ্রি ফায়ার ও পাবজি গেম বন্ধ করে দেওয়া হবে কি না প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার।

জবাবে সরাসরি কোনো বক্তব্য না দিয়ে উল্টো গেমে আসক্ত তরুণ-তরুণীদের অভিভাবকদের এক হাত নিলেন মন্ত্রী।শনিবার দুপুরে এক প্রতিক্রিয়ায় টেলিযোগাযোগমন্ত্রী বলেন, ওআপনারা সন্তানদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না কেন? অদক্ষতা আপনাদের। প্যারেন্টাল কন্ট্রোল আছে সেটা ইউজ করেন।

সন্তানের কতটুকু গেম খেলা উচিত, কতটুকু আড্ডা দেয়া উচিত, কতটুকু বাইরে যাওয়া উচিত, কতটুকু ঘরে থাকা উচিত; এসব বাবা-মাকেই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সন্তানকে এটুকু আয়ত্বে না নিতে পারা অভিভাবকদের ব্যর্থতা।

অভিভাবকদের উল্টো প্রশ্ন ছুড়েন মন্ত্রী,ওছেলেমেয়েরা আর কোনো কারণে নষ্ট হয় না? তারা যখন মাদক নেয় তখন নষ্ট হয় না? গেমের পেছনে না লেগে কেন লেগে ওগুলো নিয়ন্ত্রণ করুন। গেমের কারণে কী জন্য ইন্টারনেটের সুবিধা থেকে ছেলেমেয়েদের বঞ্চিত করবেন? আপনাদের সমস্যা জেনারেশন খোঁজেন। কোন জেনারেশন গেম খেলে নাই? আমাদের সময়ে ভিডিও গেমসের দোকান ছিল। আইডিবি ভবনের কম্পিউটার দোকান থেকে গেমের সিডি পাইকারি দরে বিক্রি হয়েছে। আসলে সন্তান ইন্টারনেটে কোন সাইটে যেতে পারবে না পারবে সমস্যা কিছু নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কতক্ষণ থাকতে পারবে সেটাও নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

করোনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীরাপাবজি ও ফ্রি ফায়ারে গেমে চরম আসক্ত হয়ে পড়েছে। এই গেম দুটো কীভাবে বন্ধ করা যায়ড় এমন প্রশ্নের জবাবে মোস্তাফা জব্বার বলেন,ওইন্টারনেটের জগতে কিছুই বন্ধ করা যায় না। আর বন্ধ করাও সমাধান নয়। মাথা ব্যথার জন্য মাথা কেটে ফেলাটাও কোনো সমাধান না। আমরা ফেসবুক বন্ধ করেছিলাম, কিন্তু ভিপিএন (ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক) দিয়ে ফেসবুক চালিয়েছে সবাই। এখন বলুন ভিপিএন বন্ধ করবে কে? প্রসঙ্গত, গত ২৬ মে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ ফ্রি ফায়ার ও পাবজি গেম দুটি নিয়ন্ত্রনের দাবি জানিয়েছিলেন।

ফ্রি ফায়ার ও পাবজি আসক্তির ভয়াবহতা তুলে ধরতে উদাহরণ দিয়ে মহিউদ্দিন আহমেদ জানিয়েছিলেন, গত ২১ মে চাঁদপুরে মামুন (১৪) নামে এক তরুণ গেম খেলতে মোবাইলের ডেটা কেনার টাকা না পেয়ে মায়ের সঙ্গে অভিমান করে আত্মহত্যা করে। তাই টেলিযোগাযোগ ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং নিয়ন্ত্রক কমিশনকে দ্রুততার সহিত এ গেমগুলোর অপব্যবহার বন্ধ এবং প্রযুক্তির ভালো দিক তুলে ধরতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি জনসচেতনতা গড়তে আহ্বান জানাচ্ছি।

সম্প্রতি নেপালে পাবজি নিষিদ্ধ করে দেশটির আদালত। একই কারণে ভারতের গুজরাটেও এ গেম খেলার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছিল। এমনকি গেমটি খেলার জন্য কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছিল। বাংলাদেশেও পাবজি সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছিল, পরে আবার চালু করা হয়। প্রসঙ্গত, চীনা প্রতিষ্ঠানের ২০১৯ সালে তৈরি করা যুদ্ধ গেম ফ্রি ফায়ার ২০১৭ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার গেম ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান বুল হোয়েলের অনলাইন ভিডিও গেমটির মতোই। ২০১৯ সালে এটি বিশ্বব্যাপী সর্বাধিক ডাউনলোড করা মোবাইল গেম ।

গেমটি অন্য খেলোয়াড়কে হত্যা করার জন্য অস্ত্র এবং সরঞ্জামের সন্ধানে একটি দ্বীপে প্যারাসুট থেকে পড়ে আসা ৫০ জন ও তার অধিক খেলোয়াড়কে অন্তর্ভুক্ত করে।

বর্তমানে ফ্রি ফায়ারের উন্নত সংস্করণে কাজ চলছে যা ফ্রি ফায়ার ম্যাক্স নামে পরিচিত। অন্যদিকে নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চে বন্দুক দিয়ে মসজিদে মুসলমানদের হত্যা এবং সেই দৃশ্য ফেসবুক লাইভের বিষয়টি অনেকেই পাবজির সঙ্গে তুলনা করেন। এসব গেম কোমলমতিদের ওপর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ফেলছে এবং তরুণদের আগ্রাসী করে তুলছে বলে মত দিয়েছেন মনবিজ্ঞানীরা।

নজর কেড়েছে যেসব নতুন প্রযুক্তি পণ্য

বৈশ্বিক উদ্ভাবনের মঞ্চ বিবেচিত হয় সিইএস। প্রতি বছর এ মঞ্চে টেক জগতের জায়ান্টরা তাদের উদ্ভাবিত সর্বশেষ প্রযুক্তি পণ্য প্রদর্শন করে। এ প্রদর্শন থেকেই ধারণা পাওয়া যায়, বছর জুড়ে প্রযুক্তি পণ্যের হালচাল কেমন হবে। টেক জগতের ব্যবসায়ী, উদ্ভাবক, শীর্ষ কর্মকর্তা, নীতিনির্ধারক, বিশ্লেষক সহ হর্তাকর্তাদের মিলন মেলা ও বলা চলে এ মঞ্চকে। এবারের সি.ই.এস.আসর বসেছে যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাসে, ৭-৯ জানুয়ারি। এবারের মঞ্চে নতুন যেসব প্রযুক্তি পণ্য দর্শনার্থীদের নজর কেড়েছে।

স্মার্ট টুথব্রাশ

২০১৯ সাল জুড়ে টেক জগতে স্মার্ট টুথব্রাশ নিয়ে আলোচনা ছিল তুঙ্গে। প্রযুক্তি পণ্যটি জনপ্রিয়তাও পেয়েছে বেশ। এর রেশ ধরে এবারের সি.ই.এস মঞ্চে নতুন দুটি স্মার্ট টুথব্রাশ এনেছে ওরাল-বি ও কোলগেট। ওরাল-বির স্মার্ট টুথব্রাশটি বনাম ওরাল-বি আইও। এটি একবার চার্জ দিয়ে ১২ দিনের বেশি একনাগাড়ে ব্যবহার সম্ভব। স্মার্ট টুথব্রাশটিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করা হয়েছে, যা দাঁতের সর্বোচ্চ সুরক্ষা নিশ্চিতে ব্যবহারকারীকে সহায়তা করবে। পণ্যটির দাম ২২০ ডলার। অন্যদিকে কোলগেটের পণ্যটির নাম প্যাগলেস প্রো। এটিও দাঁতেরযত্নে,ব্যবহারকারীদের সর্বাধুনিক সেবা নিশ্চিত করবে।

আসুসের গেমিং ল্যাপটপ

এবারের সিইএস মঞ্চে টেক জায়ান্ট আসুস নতুন একটি গেমিং ল্যাপটপ প্রদর্শন করেছে। আরওজি জেফ্রাস জি১৪ মডেলের এ ল্যাপটপ ১৭ দশমিক ৯ মিলিমিটার পাতলা। ওজন ১ দশমিক ৬ কেজি। ফলে এটি সহজেই বহন করা যাবে। ব্যবহারকরা হয়েছে সর্বাধুনিক এলইডি প্রযুক্তি। গেমপ্রেমীদের কাছে ল্যাপটপের সর্বশেষ এ সংস্করণ তুমুল জনপ্রিয়তা পাবে বলে আশা করছে আসুস। বছরের মাঝামাঝি-সময়ে ল্যাপটপটি কিনতে পারবেন ক্রেতারা। প্রাথমিক ভাবে সাদা ও ধূসর এ দুটি রঙে পাওয়া যাবে আরওজি জেফ্রাস জি১৪।

স্যামসাং গ্যালাক্সি ক্রোম বুক

প্রথম বারের মতো গ্যালাক্সি সিরিজের ক্রোমবুক-প্রদর্শন করেছে স্যামসাং। স্বাভাবিক ভাবেই এবারের সি.ই. এর মঞ্চে দক্ষিণ কোরীয় টেক জায়ান্ট স্যামসাংয়ের পণ্যটি নিয়ে আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি। গ্যালাক্সি ক্রোমবুকে ১৩ দশমিক ৩ ইঞ্চির অ্যামোলেড টাচ স্ক্রিন ডিসপ্লে যুক্ত করেছে স্যামসাং। রয়েছে দশম প্রজন্মের ইন্টেল কোর আই-৫ প্রসেসর। ডিভাইসটি ৯ দশমিক ৯ মিলিমিটার পাতলা। ফলে ক্রোমবুকটি দেখতে বেশ আকর্ষণীয়। রয়েছে এস পেন। ওজন ১ দশমিকশূন্য ৪ কেজি। চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ) পণ্যটি বাণিজ্যিকভাবে বাজারে আসতে পারে। একেকটি গ্যালাক্সি ক্রোমবুকের ভিত্তি মূল্য হতে পারে ৯৯৯ ডলার।

ইলেকট্রিক গাড়ি হিসেবে টেসলা'র সাফল্য

বড় আকারে ইলেকট্রিক গাড়ি নির্মাণের সাহস যারা দেখাচ্ছে, তাদের মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে মার্কিন সংস্থা টেসলা। বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে এই গাড়ির ডিজাইনের প্রায় সব দিক ভাবা হয়েছে।

টেসলা মডেল এস পারফর্মেন্স গাড়িটির অ্যাক্সিলারেশন দুর্দান্ত। রেয়ারঅ্যাক্স-এবসানো ইলেকট্রিক মোটরটি ৩১০ কিলোওয়াটের, সর্বোচ্চ টর্ক ৬০০ নিউটন মিটার, যা কিনা প্রথম রেভোলিউশন থেকেই পাওয়া যায়। জার্মান অটোমোবাইল ক্লাব-এর মার্টিন রুডর্ফার বলেন, আমরা আপনাদের জন্য টেসলা মডেল এস পারফর্মেন্স গাড়িটি ভালোভাবে পরীক্ষা করেছি। হাল ফ্যাশানের এই লিমুজিন-টিনাকি এক ব্যাটারি চার্জে ৫০০ কিলোমিটার অবধি যেতে পারে-পুরোপুরি ইলেকট্রিক।"

থামা অবস্থা থেকে ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার গতিতে পৌঁছতে টেসলা মডেল এস পারফর্মেন্সগাড়ির সময় লাগে চার দশমিক চার সেকেন্ড। ওভার টেক করার সময় ঘণ্টায় ষাট কিলোমিটার থেকে ঘণ্টায় একশো কিলোমিটার গতিতে যেতে লাগে দুই দশমিক এক সেকেন্ড। সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ২১০ কিলোমিটার।

গাড়ির রিচার্জেবল ব্যাটারি গুলি গাড়ির মেঝেতে বসানো, কাজেই অভিকর্ষ বিন্দু নীচের দিকে। অর্থাৎ আচমকা ডানদিক-বাঁদিক কাটালে গাড়ি উল্টে যাবার ভয় কম। এডিএসি-র ব্রেক টেস্টে মডেল এস ৩৪ মিটার পরেই দাঁড়িয়ে পড়ে। তবে নতুন টেসলা গাড়ির জন্যে কোনো কলিশন অ্যাভয়ডেন্স সিস্টেম নেই।

ডিজাইনের বিশেষত্ব

চোখে পড়ার মতো গাড়ি। টেসলা মডেল এস গাড়িটিতে ইটালীয় এবং ব্রিটিশ কার ডিজাইনকে একত্রিত করা হয়েছে, যদিও গাড়িটি বানানো হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তার হালকা-পাতলা আকার দেখে জাগুয়ারের আভিজাত্যের কথা মনে পড়াটাই স্বাভাবিক। মার্টিন রুডর্ফার বলেন, ইলেকট্রিক গাড়িটি চলার সময় এতো কম শব্দ করে যে, ফিসফিস করে কথা বললেও শোনা যায়, যদি না সাউন্ড স্টুডিও সিস্টেমে জোরে গান শোনা হয়। নিউম্যাটিক সাসপেনশনের ফলে টেসলা মডেল এস চড়া খুবই আরামের, যদিও সুবিশাল চাকাগুলো তাতে কিছুটা বাধ সাধে। স্টিয়ারিংও সুন্দর ও সরাসরিভাবে কাজ করে। সব মিলিয়ে টেসলা-র প্রথম নিজস্ব মডেল হিসেবে গাড়িটি উতরেছে বৈকি?

আরও গুণাগুণ: গাড়ির ভেতরে প্রথমেই চোখে পড়ে ১৭ ইঞ্চি টাচস্ক্রিনের একটি সুবিশাল মনিটর, যাতে সব রকম তথ্য দেখানো হয়। হেডলাইট থেকে সানরুফ, সব কিছু নড়ানো-চড়ানো যায় এই টাচস্ক্রিন দিয়ে। তবে ছোটখাটো সব কাজও এই টাচস্ক্রিনের মেন্যু থেকে করতে হয় গাড়ি চালানোর সময় যেটা বিড়ম্বনা হয়ে উঠতে পারে। গাড়ির দু'টি ট্রাঙ্কের আয়তন হল ৪৩৫ থেকে ৮৪৫ লিটার। কম দূরত্বে টেসলা এস গাড়ি থেকে কোনো কার্বন নির্গত হয় না। ডায়না মোমিটারে বসালে এই গাড়ি ৮৫ কিলোওয়াটের ব্যাটারিতে চলে ৪১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত। অর্থাৎ ব্যাটারি কনজাম্পশন দাঁড়ায় প্রতি একশো কিলোমিটারে ঘণ্টায় ২৩ দশমিক ৫ কিলোওয়াট, এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড খাতে প্রতি কিলোমিটারে ১৩৬ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড। মার্টিন রুডর্ফার বলেন, এডিএসি-র পরীক্ষায় টেসলা মডেল এস বাস্তবে ভালো ইলেকট্রিক গাড়ি বলে প্রমাণিত হয়েছে। অন্যান্য ইলেকট্রিক গাড়ির তুলনায় তার রেঞ্জও ভালো। তবে বাড়িতে ইলেকট্রিকের সকেট থেকে এই গাড়ির ব্যাটারি চার্জ করতে ৫০ ঘণ্টার বেশি সময় লাগে, কাজেই হাই ভোল্টেজ কানেকশন থাকলে সুবিধা। গাড়ির দাম যখন এক লাখ নয় হাজার ইউরো, তখন ঐ বাড়তি খরচটুকু গায়ে না লাগারই কথা।"

নবজাতক মৃত্যু-কবলিত দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশ এখন সপ্তম

নির্ধারিত সময়ের চার বছর আগেই পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যুর হার কমানোর বৈশ্বিক লক্ষ্য অর্জন করে উন্নয়ন আইকন হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে বাংলাদেশ। কিন্তু তারপরেও বাংলাদেশে নবজাতকের মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেশি, প্রতিবছর জন্মের পর মারা যায় ৬২ হাজার নবজাতক।

বিশ্বে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নবজাতকের মৃত্যু হয় যেসব দেশে তার একটি বাংলাদেশ। এসব শিশুর মৃত্যু হয় জীবনের প্রথম মাসে এবং অর্ধেকই মারা যায় পৃথিবীতে আসার দিনই। বাংলাদেশে নবজাতকের মৃত্যুর প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে অপরিণত অবস্থায় জন্ম, সংক্রমণ এবং শ্বাসকষ্টের মতো ডেলিভারি কেন্দ্রিক জটিলতা থেকে সৃষ্ট পরিস্থিতির কারণে।

বাংলাদেশে মৃত সন্তান প্রসবের হারও উদ্বেগ জনক, প্রতিদিন প্রায় ২৩০টি ঘটনা ঘটে এ ধরনের। কিন্তু এগুলো অনেক সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আসে না, তাই এ রকম প্রাণহানির কারণও থেকে যায় অজানা। এর সঙ্গে প্রতি বছর বাংলাদেশে প্রায় ৫,২০০ নারীর মৃত্যু হয় গর্ভকালীন, প্রসবকালীন এবং সন্তান জন্মের পর সৃষ্ট জটিলতায়। অধিকাংশ মায়েরই মৃত্যু ঘটে কোনো চিকিৎসক বা দক্ষ ধাত্রী ছাড়া বাড়িতে সন্তান প্রসবের সময়। এছাড়া গর্ভধারণকালে নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী হাসপাতাল, ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে গিয়ে মাতৃত্বকালীন সেবা না নেওয়ার কারণেও অনেক মায়ের মৃত্যু হয়।

গর্ভধারিণী মায়ের পুষ্টির ঘাটতি এবং অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের কারণে অনেক নবজাতকের ওজন কম হয়। পরবর্তিতে জরায়ুতে সমস্যা, প্রস্রাবে ইনফেকশন জাতীয় সমস্যায় বছরের পর বছর ভুগতে হয়। কম ওজনের নবজাতকের যারা মোট জন্ম নেওয়া শিশুর ১৩ দশমিক ২ শতাংশ বেঁচে থাকার এবং পরবর্তীতে সুষ্ঠ বিকাশের লাভের সুযোগ কমে যায়। বেঁচে গেলে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে এবং এ সব শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ধীর গতিতে হয়।

*প্রতিবছর জন্মের পর মারা যায় ৬২ হাজার নবজাতক ।
*প্রতিবছর ডেলিভারিতে প্রায় ৫২০০ নারীর মৃত্যু হয়।
*প্রতিদিন ২৩০ জন শিশু মৃত অবস্থায় প্রসব হয়।

কিশোরী মায়েদের সন্তানদের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি আরও বেশি থাকে। কারণ বাংলাদেশের ২৯ শতাংশ মেয়েই অপুষ্টির শিকার এবং তাদের শরীরে জরুরি অনেক উপাদানের ব্যাপক মাত্রায় ঘাটতি থাকে। অন্যদের তুলনায় অল্প বয়সে গর্ভধারণকারী নারীর সন্তানের মৃত্যুর হার দ্বিগুণ।

বাল্য বিয়ে এখনও সাধারণ ঘটনা হওয়ায় বিশ্বে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় কিশোরী মায়েদের সন্তান জন্মদানের দেশগুলোর একটি বাংলাদেশ। প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ১১৩টি শিশুই কিশোরী মায়ের সন্তান। সুস্থ, স্বাভাবিক সন্তান জন্মের জন্য গর্ভ ধারণকালে মাকে অবশ্যই চার বা তার বেশি বার এবং সন্তান জন্মের পর চার বার চিকিৎসকের কাজে যেতে হবে। তবে এ দুটোরই হার এখনও অনেক কম। গর্ভধারণকালে প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন মা প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করেন। স্বল্প শিক্ষিত মায়েদের সন্তানরা আরও বেশি অসহায়। তাদের স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার সুযোগ কম থাকে। দেখা গেছে এসব শিশুই বেশি জীবন বিনাশী রোগে আক্রান্ত হয়।

সুস্থ, স্বাভাবিক সন্তানজন্মের জন্য গর্ভধারণকালে মাকে অবশ্যই চার বা তার বেশি বার এবং সন্তান জন্মের পর চার বার চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। শহরের বস্তির মায়েদেরও স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার সুযোগ কম। কারণ, এসব নারীদের অধিকাংশই দিন মজুরিতে কাজ করেন, যা দিয়ে মৌলিক প্রয়োজন মেটানোই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। শহরের বস্তিগুলোতে নবজাতক ও মায়ের স্বাস্থ্য সেবার চ্যালেঞ্জ গুলো তীব্র। কারণ, নবজাতকের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান সীমিত এবং এ ধরনের চর্চাও তারা তেমন একটা করে না। এসব প্রতিবন্ধকতা নিয়েই নতুন বৈশ্বিক টার্গেটের মুখোমুখি বাংলাদেশ। ২০৩০ সাল নাগাদ নবজাতকের মৃত্যু হার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে অন্তত ১২ তে নামিয়ে আনতে হবে। বর্তমানে নবজাতকের মৃত্যু হার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ২০ জন।

নবজাতকের জীবন রক্ষায় দরকার আরও কার্যকর ও সার্বক্ষণিক অত্যাবশ্যক স্বাস্থ্য সেবা, আরও দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী এবং উল্লেখযোগ্য হারে জনগণের সুষ্ঠভাবে হাইজিন ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা। এছাড়া ভৌগোলিক, লৈঙ্গিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে আরও বৃহত্তর আঙ্গিকে কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজন রয়েছে। অশিক্ষিত মায়েদের সন্তানদেরই মৃত্যু হার সবচেয়ে বেশি। মৃত নবজাতকদের মায়েদের সম্পর্কে খবর নিলে দেখা যায়, মাধ্যমিক বা তার বেশি লেখাপড়া করা মায়েদের তুলনায় অশিক্ষিত মায়েদের সংখ্যা দ্বিগুণ

সমাধান:

এসব মৃত্যুর ৮৮ শতাংশই প্রতিরোধ করা যায় ইউনিসেফ মনে করে নবজাতকের মৃত্যুর প্রধান কারণগুলো প্রতিরোধ করা সম্ভব। প্রতিটি শিশুকে বাঁচিয়ে রাখতে ইউনিসেফ "নিউবর্ন বান্ডল" সরবরাহের প্রতি নজর দিচ্ছে, যেখানে চারটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান থাকছে। লোকবল, অর্থাৎ মা ও নবজাতকের সেবার জন্য উপযুক্ত দক্ষতা সম্পন্ন স্বাস্থ্যকর্মীকে যে কোনো সময় পাওয়ার ব্যবস্থা। স্থান, অর্থাৎ সন্তানপ্রসবের স্থাপনা হতে হবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ। প্রডাক্ট, অর্থাৎ নবজাতকদের জন্য জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসা সরঞ্জাম ও সামগ্রী সম্পন্ন স্পেশাল কেয়ার ইউনিট।

ক্ষমতা, অর্থাৎ নবজাতক ও মায়ের বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন কমিউনিটি। গর্ভকালীন, সন্তান প্রসবের সময় এবং সন্তানজন্মের প্রথম সপ্তাহে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হলে তা প্রতিরোধযোগ্য নবজাতকের মৃত্যু ও গর্ভে শিশুর মৃত্যু রোধে বড় ভূমিকা রাখে। কম ওজনের ও আকারে ছোট এবং অসুস্থ নবজাতকের জন্য বিশেষ সেবার ব্যবস্থাও জীবন রক্ষার জন্য খুবই প্রয়োজন।

ইউনিসেফের কার্যক্রম এমনভাবে সাজানো হয় যেন সেগুলো উচ্চ মাত্রায় কার্যকর, সাশ্রয়ী, সহজে বিস্তার যোগ্য এবং সবচেয়ে সুবিধা বঞ্চিতদের সেবা নিশ্চিত করে। সর্বজনীনভাবে এই মানের কার্যক্রম পরিচালনায় প্রতি বছর ৫৫ হাজারের বেশি নবজাতককে রক্ষা, পাঁচ হাজারের বেশি মাতৃ মৃত্যু এবং ৮০ হাজারের বেশি গর্ভে শিশুর মৃত্যু প্রতিরোধ করা যায়।

সুষ্ঠ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মেনে চললে নবজাতকের মৃত্যু ৪৪ শতাংশ পর্যন্ত এবং শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ ২৫ শতাংশ পর্যন্ত কমানো সম্ভব। সে কারণে স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে মা এবং চিকিৎসক ও অন্যদের সাবান দিয়ে হাত ধোয়া নিশ্চিত করতে কাজ করে ইউনিসেফ।

দেশের ৩৬ জেলা এবং চারটি আঞ্চলিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নবজাতকের জন্য স্পেশাল কেয়ার ইউনিট প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে অসুস্থ নবজাতকের সুষ্ঠ চিকিৎসার মডেল তুলে ধরা হয়েছে। এই ইউনিটগুলো দেশের প্রতিটি জেলা হাসপাতালেই প্রতিষ্ঠা করা দরকার শিশুর জীবন রক্ষা নিয়ে আন্তর্জাতিক উদ্যোগের আওতায় বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালে অঙ্গীকার করে ২০৩৫ সাল নাগাদ প্রতিরোধযোগ্য শিশু মৃত্যু বন্ধ করার। এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে অবিচল থাকার কথা বলা হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে।

জাতীয় নবজাতক স্বাস্থ্য কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এভরি নিউবর্ন অ্যাকশন প্যান প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সরকারের ওই অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত হয়েছে। সরকারের পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে ইউনিসেফ। এর আওতায় সেবার মানোন্নয়ন, সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের কাছে সেবা পৌঁছানো, জরুরি ধাত্রী সেবা এবং স্পেশাল নিউবর্ন কেয়ার ইউনিটের (এসসিএএনইউ) সংখ্যা ও সক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অসুস্থ ও কম ওজনের শিশুদের জন্য ক্যাঙ্গারু মাতৃ সেবা নিয়ে যাচ্ছে ইউনিসেফ।
নবজাতকের জন্য জরুরি সেবার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কমিউনিটির সদস্যদের ক্ষমতায়নে সরকারের জাতীয় নিউবর্ন ক্যাম্পেইনেও সহযোগিতা করা হচ্ছে।
মা থেকে শিশুর দেহে এইচআইভি সংক্রমণ ঠেকাতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, দ্রুত পরীক্ষা এবং কেউ এইচআইভি আক্রান্ত হলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে এ সংক্রান্ত সেবা জোরদারেও কাজ করছে ইউনিসেফ।

টিকাদানের ক্ষেত্রে ইউনিসেফ কোল্ড চেইন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, টিকার কার্যকর ব্যবস্থাপনা এবং সেগুলো শহরের বস্তি ও দুর্গম এলাকার সুবিধা বঞ্চিত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সহায়তা করছে। পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যু হার কমানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে টিকার। আরও বেশি সংখ্যায় শিশুদের জীবন রক্ষায় তাদের সবাইকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্যে এই কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে।

ইউনিসেফ বিশ্বাস করে, নবজাতকের ঝুঁকি হ্রাস শুধু শিশু মৃত্যু কমানোই নয়, প্রারম্ভিক শৈশবের যত্ন ও উন্নয়নে এবং সর্বোপরি শিশু স্বাস্থ্যেরও ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

কোভিড এর পরে যে খাবারগুলো প্রতিদিনের ডায়েট কন্ট্রোলে অবশ্যই রাখবেন

কোভিডের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ে ক্লান্ত পৃথিবী। যে লড়াই নেগেটিভ রিপোর্ট পাওয়ার পরেও জারি থাকে বহুদিন। তবে আপনি একা নন। সেই লড়াইয়ে আপনার সঙ্গে আছে আনন্দবাজার ডিজিটাল। শরীরচর্চা, মনের যত্ন এবং খাওয়া-দাওয়ার নতুন গাইড ভাল থাকুন।

কোভিড থেকে সেরে ওঠার পরও বেশ কিছু দিন খাওয়া-দাওয়ার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। পুষ্টিকর খাবার খাওয়া অত্যন্ত জরুরি এই সময়। খুব বেশি তেল-ঝাল-মশলা ছাড়া রান্না খাওয়াই ভাল। পাশাপাশি প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়া। তবে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য রোজকার ডায়েট ঠিক করার সময় মাথায় রাখতে হবে কয়েকটি বিষয়। সেগুলো জেনে নিন।

প্রোটিন: এই সময় প্রোটিন ঠিক মতো শরীরে যাচ্ছে কিনা, তা খেয়াল রাখতেই হবে। মাছ বা চিকেন খেতে পারেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। পনীর-ছানা-ডাল বেশি করে খান নিরামিষাশীরা। সম্বর ডাল বা রসমও খেতে পারেন দক্ষিণ ভারতীয়দের মতো। দই ভাত বা দই চিড়ে খুব ভাল খাবার। গরমে শরীর ঠান্ডা রাখবে আবার হজমশক্তিও বাড়াবে। রেড মিট, মাছের মাথা বা মেটে এই সময় এড়িয়ে চলুন। প্রসেস্ড ফুডও একদম চলবে না। ডিম সেদ্ধ খেতে পারেন সপ্তাহে ৪-৫ দিন। সহজ উপায় পুষ্টিকর খাবার খেতে চাইলে নানা রকম ডাল দিয়ে খিচুড়ি তৈরি করতে পারেন।

সব্জি-ফল: মরসুমী ফল-সব্জি ডায়েটে রাখুন। শুধু মাল্টিভিটামিন ওষুধ না খেয়ে টাটকা ফল-সব্জিও খাওয়া প্রয়োজন। খিদে পেলে স্যালাড খান। তবে কাঁচা সব্জিতে হজমের সমস্যা হলে সেদ্ধ করে খেতে হবে। ফলের রস খেলে টাটকা ফলের রস বানাবেন। প্যাকেট বা ক্যানের রস খাওয়ার চেয়ে না খাওয়াই ভাল। বেশি করে সব্জি খাওয়ার জন্য পালং শাকের স্যুপ, তেতো ডাল, আম-ডাল, কুমড়োর স্যুপের মতো খাবার বানাতে পারেন।

গুড ফ্যাট: কম তেলে রান্না খাওয়া মানে এই না যে রান্নায় তেল থাকবেই না। রিফাইন্ড অয়েল ব্যবহার না করে যে কোনও খাঁটি তেল ব্যবহার করুন। সর্ষের তেল, নারকেল তেল, অ্যাভোক্যাডো অয়েল বা অলিভ অয়েল ব্যবহার করতে পারেন। এগুলো প্রত্যেকটাই স্বাস্থ্যকর। তবে পরিমাণে কম। অল্প ঘিও চলতে পারে। খুব সকালে আমন্ড বা বিকেলে পেস্তা, কাঠবাদাম বা ওয়ালনাট খেতে পারেন। এতে শরীরে গুড ফ্যাট যাবে।

রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ানোর খাবার: ভেষজ চা, হলুদ দিয়ে চা, আদা-লেবু-মধুর জল, দারুচিনি ভেজানো জলের মতো কিছু খাবার রোজ খাবেন। যাতে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ে। দীর্ঘ চিকিৎসার পর শরীরের স্বাভাবিক রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা অনেকটা কমে যায়। তাই এই সময় কিছু বিশেষ খাবার ডায়েটে রাখা জরুরি।

হাইড্রেশন: শরীর যাতে কোনও ভাবেই ডিহাইড্রেটেড না হয়ে যায়, সে দিকে নজর দিতে হবে। সাধারণ জল বেশি না খেতে পারলে ডিটক্স ওয়াটার, ডাবের জল, লস্যি, ঘোল, বেলের শরবতের মতো পানীয় সারাদিন ধরে খান।

আলফাডাঙ্গা উপজেলা যুবলীগের কর্মী সভা অনুষ্ঠিত

আজিজুর রহমান, ফরিদপুর জেলা প্রতিনিধিঃ ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গায় ৩জুন(বৃহস্পতিবার) দুপুর ২টায় উপজেলা হলরুম মিলনায়তনে উপজেলা যুবলীগের বিশেষ কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলফাডাঙ্গা উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক হাসমত হোসেন তালুকদার তপন এর সভপাতিত্বে যুগ্ম-আহবায়ক কামরুল ইসলাম এবং জানে আলম জনির পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ফরিদপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক জিয়াউল হাসান মিঠু। এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন জেলা যুবলীগের সিনিয়র আহবায়ক মেহেদী হাসান সামীম, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক খান মোহাম্মদ শাহ সুলতান রাহাত,আলফাডাঙ্গা উপজেলা যুবলীগের সদস্য সাজ্জাদ হোসেন পিকুল এবং ছাত্র লীগের তৌকির আহমেদ ডালিম সহ উপজেলার সকল ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি সম্পাদক।

সভায় জেলা যুবলীগের আহবায়ক সাবেক রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ভিপি জিয়াউল হাসান মিঠু বলেন, আগামী ৫ জুলাই যুবলীগের কমিটি ঘোষণা করা হবে। উপজেলা যুবলীগের সকল নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করার আহবান জানান।

বেনাপোল বন্দরের কেমিক্যাল মিশ্রিত পানিতে ব্যাপক ক্ষতির মুখে শতশত মানুষ

মো. রাসেল ইসলাম,যশোর জেলা প্রতিনিধিঃ দেশের বৃহত্তম বেনাপোল স্থলবন্দরে অগ্নিকান্ডে সৃষ্ট কেমিক্যাল বর্জের স্তূপ বছরের পর বছর ধরে যত্রতত্র ফেলে রাখায় একদিকে জায়গা সংকট অন্যদিকে মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে। কিন্তু সরানোর কোনো উদ্যোগ নেই কর্তৃপক্ষের। কেমিক্যাল মিশ্রিত পানি বন্দর থেকে লোকালয়ে প্রবেশ করে গাছ, মাছ চাষ ও বাড়িঘরের ব্যাপক ক্ষতি করছে।

এছাড়া গ্রামবাসীর প্রবেশ দ্বারে বন্দরের প্রাচীরে অবরুদ্ধ জীবনযাপন করতে হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে বারবার ভুক্তভোগীরা বন্দর কর্তৃপক্ষের দারস্থ হলেও গত ৫ বছরে মেলেনি সমাধান। তবে বন্দর কর্তৃপক্ষ জানায়, আইনি জটিলতায় এসব কেমিক্যাল বর্জ্য সরাতে পারছেন না তারা।
(বিস্তারিতঃ পৃষ্ঠা ২)

আলফাডাঙ্গায় বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত

ফরিদপুর জেলা প্রতিনিধিঃ ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা সরকারি ডিগ্রি কলেজ মাঠে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা (অনুর্ধ্ব-১৭)গোল্ড কাপ ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ খেলায় অংশগ্রহণ করেন ৬টি ইউনিয়ন এবং ১টি পৌরসভা।

সোমবার (৩১মে) বিকাল ৪টার সময় টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনাল খেলায় অংশগ্রহণ করেন বুড়াইচ ইউনিয়ন ফুটবল একাদশ এবং আল ফাডাঙ্গা পৌরসভা শক্তিশালী একাদশ। *(বিস্তারিতঃ পৃষ্ঠা ৩)*

এবারও হজ পালনের সুযোগ পাচ্ছেন না বাংলাদেশি মুসলিমরা

মহামারি করোনার প্রাদুর্ভাবের মধ্যে এবারও পবিত্র হজ পালনের সুযোগ পাচ্ছেন না বাংলাদেশের মুসলিমরা।

সৌদি এবারও বিদেশিদের হজ পালনের সুযোগ সীমিত রেখেছে। বৃহস্পতিবার বিকালে জাতীয় সংসদে ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট বক্তৃতাকালে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এই কথা জানান।

অর্থমন্ত্রী বলেন, আগামী বছরগুলোতে সুষ্ঠুভাবে হজের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে।

এজন্য হাজিদের তথ্য সংগ্রহে ই-হজ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হচ্ছে। সব সেবা প্রদানকারী সংস্থার জায়গা সংকুলান হয় না। তাই হজ ক্যাম্প ভবনে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ এবং হজ ক্যাম্পের অভ্যন্তরীণ অবকাঠামো সংস্কারের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

সিলেটে সিটি কর্মচারী ও রিক্সা শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষ

আবুল কাশেম রুমন, সিলেটঃ সিলেটে সিটি কর্মচারী ও রিক্সা শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটনা ঘটেছে। ২ জুন (বুধবার) দুপুর ২ টার দিকে নগর ভবনের সম্মুখে এ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।

রিক্সা শ্রমিকরা সিসিকের কয়েকটি গাড়ি ভাংচুর করে। ৮ জন আহত য়েছেন বলে জানা গেছে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানিয়েছেন কোতোয়ালী থানার ওসি এসএম আবু ফরহাদ। জানা যায়, অবৈধ ব্যাটারিচালিত রিকশার বির"দ্ধে অভিযানে নেমেছে সিলেট সিটি করপোরেশন। *(বিস্তারিতঃ পৃষ্ঠা ৩)*

পর্যটন কেন্দ্র কুয়াকাটা খুলে দেয়ার দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান

লাবিব হাসান, পটুয়াখালীঃ ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ উপকূল ঘেঁষা পর্যটন কেন্দ্র কুয়াকাটাকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে খুলে দেয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছেন ট্যুর অপারেটরস এসোসিয়েশন অব কুয়াকাটা (টোয়াক)।

২ই জুন (বুধবার) বেলা ১২ টায় টোয়াকের একটি প্রতিনিধি দল কলাপাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার আবু হাসনাত মোহাম্মদ শহীদুল হকের হাতে এ স্মারকলিপি প্রদান করেন। *(বিস্তারিতঃ পৃষ্ঠা ৩)*

সাতক্ষীরায় ৮ দিনের শিশুকে পুকুরে ফেলে হত্যা, অভিযোগ মায়ের বিরুদ্ধে

আবদুলাহ আল মামুন, সাতক্ষীরা জেলা প্রতিনিধিঃ সাতক্ষীরার তালায় ৮ দিনের শিশু কন্যাকে পুকুরের পানিতে ফেলে হত্যার অভিযোগ উঠেছে মা শ্যামলী ঘোষের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় আজ বুধবার বিকালে তালার রায়পুর গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করে পুলিশ। আটক শ্যামলী ঘোষ তালা উপজেলার খলিলনগর ইউনিয়নের রায়পুর গ্রামের মানিক ঘোষের স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানান, শ্যামলী ঘোষের এর আগেও ৩টি কন্যা সন্তান রয়েছে। অভাব অনটনের সংসারে এরপর আবারও কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়ায় মঙ্গলবার ৮ দিন বয়সী শিশু কন্যাকে সকলের অজান্তে বাড়ির পাশের পুকুরে ফেলে দেয়। বাড়ির লোকজন সারাদিন শিশুটিকে বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেন। এক পর্যায়ে শিশুটির মা শ্যামলী ঘোষ রাতে বিভ্রান্তমূলক কথা বলতে থাকেন। পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি শিশুটিকে পুকুরে ফেলার কথা স্বীকার করেন। বুধবার সকাল ১১ টার দিকে স্থানীয় লোকজন পুকুরে ভাসমান অবস্থায় শিশুটির মরদেহ দেখতে পান এবং তালা থানা পুলিশে খবর দেন। বুধবার সকালে পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করেন।

শ্যামলী ঘোষের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে , তিন কন্যা সন্তানের পর আবারো কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ায় তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ চলছিল। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে স্বামী মানিক ঘোষ বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ায় অভাবের তাড়নায় শ্যামলী ঘোষ কন্যা শিশুটিকে পুকুরের পানিতে ফেলে দিয়ে হত্যা করেন।

তালা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদি রাসেল জানান, নিহত শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে জন্য সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। তিনি আরো জানান, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শিশুটির মা শ্যামলী ঘোষকে আটক করা হয়েছে।

এখন ঘরে বসে WhatsApp
এর মাধ্যমে সব চেয়ে কম দামে
ভিসা অথবা টিকেট করতে পারবেন!
+971 55 7825955

আমাদের সেবা সমূহঃ
সকল বিমানের টিকেট
সারা বিশ্বের হোটেল বুকিং
সারা বিশ্বে গাড়ি ভাড়া করা হয়
সকল ধারণের ইউ,এ,ই ভিজিট ভিসা
ভ্রমণ বিমা ও
আন্তর্জাতিক ড্রাইভিং লাইসেন্স

Helmak Travel L.L.C
+971 6 7441127
Al Quds Street, Opposite Amina Hospital
Rashidiya 3, Ajman, UAE

আর এম ফ্যাশন জুয়েলারী
নিউ মার্কেট (দোতলা), আলফাডাঙ্গা বাজার, ফরিদপুর। মোবাইলঃ ০১৭৫৮ ৬৮৯৫১৫

সম্পাদক ও প্রকাশকঃ মোঃ হার"নুর রশীদ, নির্বাহী সম্পাদকঃ মামুনুর রশীদ, বার্তা সম্পাদকঃ ইয়াসিন সেলিম, সহ-বার্তা সম্পাদকঃ আব্দুলাহ শাহিন, বিভাগীয় সম্পাদকঃ আজিজুর রহমান দুলাল,
আমিরাত ব্যুরোঃ সৈয়দ খোরশেদ আলম । প্রকাশক কর্তৃক ১০/সি, নয়া পল্টন (নিচতলা), ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত ও পারভেজ প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং, ২৬৬/১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ থেকে মুদ্রিত।